NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ যোগাসন মানে জীবনের নিশ্বাস, মনের উপলব্ধি

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পাশে পুরশুড়ার বিধায়ক ৫

কলকাতা ২৫ জুন ২০২৪ ১০ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.6.2024, Vol.18, Issue No. 16 8 Pages, Price 3.00

গণতন্ত্রকে মজবুত করতে বিরোধীদের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: তৃতীয়বার এনডিএ সরকার। আর সেই নবনির্বাচিত সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার সংসদে শুরু হল ১৮তম অধিবেশন। সকাল ১০টা নাগাদ প্রোটেম স্পিকার হিসেবে বিজেপির ভতৃহরি মহতাবকে শপথ পড়ালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রোটেম স্পিকারই আপাতত লোকসভার কাজ চালাবেন। নতুন সংসদ ভবনে সোম ও মঙ্গলবার সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এদিন সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদিও। অধিবেশনের শুরুতেই সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী মোদি ১৮-র গুরুত্ব বোঝালেন। নতুন সংসদ ভবনে তৃতীয়বার সরকার চালাতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বার্তা দিলেন বিরোধীদের।

শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা, 'আমরা চাই, বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে। গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য বিরোধীদের শক্তিশালী হওয়া খুব প্রয়োজন। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের কাজে সাহায্য করবে। সংসদে স্লোগান নয়, মতামত চাই।' প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণের জন্য আমাদের সকলর দায়িত্ব রয়েছে। আমরা পরিশ্রমে কোনও খামতি রাখব না। তৃতীয়বার দেশ চালাতে গিয়ে আমরা তিনগুণ বেশি পরিশ্রম করব।' আঠেরোর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেন, '১৮ তম লোকসভা অনেক দিক থেকে বৈচিত্র্যময়। যুব সাংসদদের সংখ্যা বেশি। গীতায় ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। পুরাণ-উপপুরাণের সংখ্যাও ১৮। ১৮ বছর বয়সে আমরা সাবালক হই, ভোটদানের অধিকার পাওয়া যায়। আবার ১৮-র অর্ধেক ৯। ৯ হল দুই অঙ্কের ঠিক আগের ধাপ। এসব সংখ্যার অনেক গুরুত্ব।'

এদিন মোদির ভাষণে উঠে আসে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। ২৫ জুন অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিনটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সংসদকে যাঁরা সম্মান করেন, তাঁরা দিনটি ভুলতে পারবেন না। ২৫ জুন সংবিধানের যে কালো দাগ লেগেছিল, তার ৫০ বছর পূরণ হবে আগামিকাল। আমরা গৌরবের সঙ্গে সংবিধানকে রক্ষা করতে পেরেছি। দেশবাসী সংকল্প নেবে যে ভবিষ্যতে কেউ আর এই কালো দিন আনার সাহস দেখাতে পারবে না। আমরা জনগণের স্বপ্ন পূরণে সংকল্পবদ্ধ।'

বিরোধীদের 'নিট' আক্রমণের পাল্টা মোদির 'এমারজেন্সি'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ ও অধিবেশন শুরুর মাঝে রেল দুর্ঘটনা, একাধিক সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সামনে আসায় অস্বস্তিতে এনডিএ শিবির। অপর দিকে উজ্জীবিত বিরোধী শিবির। সোমবার সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েই বিরোধীদের সাঁড়াশি আক্রমণের পালটা দিলেন মোদিও। নিজের ভাষণে জরুরি অবস্থার 'কালো দিনে'র কথা স্মরণ করিয়ে কংগ্রেসকে চাপে ফেলার কৌশল নিলেন। যদিও বিরোধীদের দাবি, মোদি জমানাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা চলছে। প্রথম দিনেই সংসদ চত্বরে 'নিট' 'নিট' আওয়াজ তুললেন কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। ২৫ জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার 'জরুরি অবস্থা' জারি হয়েছিল। সোমবার সংসদে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সেকথা মনে করিয়ে দিলেন মোদি। তিনি বলেন, 'সংসদকে যাঁরা সম্মান করেন, তাঁরা দিনটি ভুলতে পারবেন না। ২৫ জুন সংবিধানের যে কালো দাগ লেগেছিল, তার ৫০ বছর পূরণ হবে আগামিকাল।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা গৌরবের সঙ্গে সংবিধানকে রক্ষা করতে পেরেছি। দেশবাসী সংকল্প নেবে যে ভবিষ্যতে কেউ আর এই কালো দিন আনার সাহস দেখাতে পারবে না। আমরা জনগণের স্বপ্ন পূরণে সংকল্পবদ্ধ।' মোদি 'এমারজেন্সি' নিয়ে কংগ্রেসকে চাপে ফেলতে চাইলেও শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে পালটা চাল দিল বিরোধীরা। সংসদের ভিতরে রব উঠল 'নিট' 'নিট' 'নিট'। এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, '৫০ বছর পুরনো এমারজেন্সি নিয়ে কথা বলছেন আপনি, ভুলে গেলেন গত ১০ বছর ধরে যে অঘোষিত এমারজেন্সি চলছে!' কৌশলী বিরোধী নেতা আরও বলেন, 'গোটা দেশ চায় পরীক্ষা দুর্নীতি, পশ্চিমবঙ্গের রেল দুর্ঘটনা এবং মণিপুরের হিংসা নিয়ে কথা বলুন প্রধানমন্ত্রী।'

নবান্নে ১ ঘণ্টার প্রশাসনিক বৈঠকে রুদ্রমূর্তি মমতার

ধমকের মুখে পড়লেন মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরসভাগুলিকে ৫১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন পুর এলাকার বাসিন্দারা এখনো রাস্তাঘাট,পানীয় জল নিকাশি, আলোর মতো ন্যূনতম পরিষেবাগুলি ঠিক মতো পাচ্ছে না। নবান্নে পুরসভা ও উন্নয়ন পর্ষদগুলির পর্যালোচনা বৈঠকে এ নিয়ে সরব হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পরিষেবার সঙ্গে কোনওরকম আপোস করা চলবে না। মানুষকে পরিষেবা দেওয়া নিয়ে কোনওরকম ফাঁক সরকার আর মানবে না। নাগরিক পরিষেবার পাশাপাশি, সরকারি জমির জবরদখল বেআইনি নির্মাণ তোলাবাজি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। না হলে এবার দল, বিভাগ, পদমর্যাদা নির্বিশেষে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন নবান্নে রাজ্যের সমস্ত পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান এবং রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে একাধিক উল্লেখযোগ্য বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন হাওড়া পুরসভাকে কড়া ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন, 'হাওড়ায় ভ্যাট পরিষ্কার হয় না। রাস্তায় ময়লা আসছে। বালি পুরসভার এসডিও অমৃতা রায় বর্মন কী করছেন? হাওড়াতে কনজারভেন্সির এখনও পর্যন্ত কোনও সিস্টেম নেই। কিন্তু, আমরা টাকা দিয়েছি। এই ধরনের ঘটনায় রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।' তিনি বলেন, রথিন চক্রবর্তী চেয়ারম্যান থাকাকালীন পুরসভার ১২টা বাজিয়ে গিয়েছে। কোথাও জবরদখল হলে কেন সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ কেন করা হচ্ছে না? খালি জায়গা দেখলেই লোক বসিয়ে দিচ্ছে। কিছু মানুষের টাকা খাওয়ার জন্য রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ঠ হচ্ছে। পুরসভাগুলির পারফর্ম্যান্স খুব খারাপ।' পাশাপাশি সল্টলেক পুরসভার প্রসঙ্গ টেনে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন সল্টলেক পুরসভার কাউন্সিলররা কাজ করে না? কেন রাস্তা ঝাঁট দেয় না? এবার কি আমি ঝাঁট দেব? রাস্তা দেখে না, জল দেখে না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই যখন তখন কর বাড়িয়ে দিচ্ছে পুরসভাগুলি। যখন তখন ক্যাজুয়াল লোক নিচ্ছে। ফিনানশিয়াল অর্ডার ছাড়া এগুলো না করার কথা বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু, অনলাইন ছাড়া তা কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে?' এদিন বিভিন্ন পরিষেবার নিরিখে কোন পুরসভাগুলির প্রদর্শন কেমন, তা স্পষ্ট ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পানীয় জল সরবরাহ

সেরা- উলুবেড়িয়া, হালিশহর, কলকাতা পুরসভা, বৈদ্যবাটী ও বাঁকুড়া পুরসভা।
খারাপ প্রদর্শন- আলিপুরদুয়ার, বালি, বরানগর, শিলিগুড়ি, শান্তিপুর পুরসভা।

হাউজিং-এর ক্ষেত্রে

সেরা- উলুবেড়িয়া, জঙ্গিপুর, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, মধ্যমগ্রাম পুরসভা।
খারাপ প্রদর্শন- বিধাননগর, আসানসোল, রায়গঞ্জ ও কন্টাই পুরসভা (এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব সম্পত্তি করে রেখে দিয়েছে নিজস্ব। তা ভেঙে দেব আমি।)

পরিচ্ছন্নতা এবং জঞ্জাল পরিষ্কার

সেরা- কলকাতা, সিরহাট, বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া, উত্তর দমদম, নবদ্বীপ পুরসভা।
খারাপ- কন্টাই, ডালখোলা, পানিহাটি, হাওড়া, সিউড়ি পুরসভা।

বদলে গেল সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে সভাঘরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ধমক, বকাবকি। বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অগ্নিশর্মা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জায়গায় জায়গায় পুর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মন্ত্রী-বিধায়ক কাউকে রেয়াত করেননি মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকের পর বদলে ফেলা হচ্ছে পুর সচিব। রাজ্যের নতুন পুর সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন বিনোদ কুমার। ভূমি দপ্তরের নতুন সচিব করা হচ্ছে বিবেক কুমারকে।

জমি দখল নিয়ে চূড়ান্ত বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে খাস জমি দখল নিয়ে সাম্প্রতিককালে একাধিকবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পুর প্রশাসনগুলির সঙ্গে বৈঠকে জমি জবর দখলের অভিযোগ নিয়ে চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছেন তিনি। এদিন এনক্রোচমেন্ট বা জবরদখল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা, নিউটাউন, শিলিগুড়ি, হাওড়া-সহ একাধিক পুর এলাকায় জবর দখলের খতিয়ান তথ্য-সহ বৈঠকে তুলে ধরেন তিনি। শাসক দলের নেতা জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকদের একাংশের যোগ সাজশেই এই জবরদখল চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'মাল্টিপল ইন্টারেস্টেড গ্রুপ' এটা করছে। মানুষ যদি উন্নয়নের কাজ না পায় তাহলে সেই পুরসভা বা পঞ্চায়েত রাখার দরকার কী?' যাদবপুর থানা এলাকায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের জমি জবরদখলের অভিযোগে এবার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন কেরলের ওয়েনাড় লোকসভা আসনের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাহুল গান্ধি। সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই লোকসভার প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মহতাবের হাতে তুলে দিলেন নিজের ইস্তফা পত্র। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন স্পিকার। ফলে এখন থেকে শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবেন রাহুল। পাশাপাশি তাঁর জায়গায় বোন প্রিয়াঙ্কাকে যে ওয়েনাড়ের প্রার্থী করা হচ্ছে সে বার্তা দিয়ে রাহুল সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ওয়েনাড় ছেড়ে আসতে হওয়ায় আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার সান্ত্বনা হল, আমার বোন প্রিয়াঙ্কা ওখানে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। সুযোগ পেলে প্রিয়াঙ্কা ভালো কাজ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।'

নিট কেলেঙ্কারিতে এবার দিল্লি-যোগ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: নিট কেলেঙ্কারির তদন্তে বিহার, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের নাম উঠে এসেছিল আগেই। এ বার স্নাতক স্তরে ডাক্তারির এই প্রবেশিকা পরীক্ষার কারচুপিতে উঠে এল রাজধানী দিল্লির নামও। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের দুই স্কুলশিক্ষক এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আর ওই দুই শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল দিল্লির এক ব্যক্তির। এই তিন জনই কোচিং সেন্টার চালাতেন এবং মোটা টাকার বিনিময়ে পড়ুয়াদের সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতেন বলে অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের দুই শিক্ষকের মধ্যে জলিল উমরখান পঠানকে শনিবারই নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। আর সঞ্জয় টুকারাম জাদভ নামে আর এক অভিযুক্ত শিক্ষককে খুঁজছে পুলিশ। দিল্লির ওই বাসিন্দার নাম গঙ্গাধর। তিনিই টাকা দিয়ে সাফল্য পেতে চাওয়া ছাত্রদের জলিল এবং সঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। তদন্তে মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ের এক শিক্ষকের নামও উঠে এসেছে।

শনিবার নিট কেলেঙ্কারির তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় কেন্দ্র। রবিবার এই মামলায় প্রথম এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। রবিবারই তদন্তকারীদের দু'টি দল বিহার এবং গুজরাতের উদ্দেশে রওনা দেয়। সোমবার সিবিআইয়ের একটি দলের পাটনা যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশের আর্থিক দুর্নীতিদমন শাখা নিট কেলেঙ্কারিতে ১৮ জনকে গ্রেপ্তর করেছে। তবে তাদের কাছে জমা পড়া যাবতীয় অভিযোগ সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে চলেছে তারা। সোমবার থেকে শুরু হওয়া সংসদের অধিবেশনেও নিট এবং নেট-এ অনিয়ম নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে চলেছে বিরোধী দলগুলি। সংসদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যখন সাংসদ হিসাবে শপথ নিচ্ছেন তখন নেট-নিট নিয়ে স্লোগান ওঠে। সোমবার কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস অফ ইন্ডিয়া দিল্লির যন্তরমন্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন পড়ুয়াদের একাংশ।

বর্ষা এলেও বৃষ্টির ঘাটতি থাকছে জুনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেরিতে হলেও বর্ষার প্রবেশ ঘটেছে দক্ষিণবঙ্গে। বর্ষা এলেও বৃষ্টি না হওয়ায় জুন মাসে বৃষ্টির ঘাটতি থাকবে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে পাশাপাশি এও জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথাও শুনিয়েছেন তাঁরা।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টি চলবে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও একটু এগিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ এলাকায় ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু। উত্তর আরব সাগর, গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়বে মৌসুমী বায়ু। আগামী তিন-চার দিনে ছত্তিশগড়, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের বাকি অংশ এবং উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশে ঢুকবে মৌসুমী বায়ু।

বাংলাকে বাদ দিয়ে জলবন্টনে গঙ্গা-তিস্তা কোনও চুক্তি নয়

প্রধানমন্ত্রীকে কড়া চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যকে অন্ধকারে রেখেই বাংলাদেশের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা-তিস্তা জল বন্টন চুক্তি করেছেন। যা আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ মানুষের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে নিজের আপত্তির কথা জানিয়ে সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে সম্পাদিত এই চুক্তি কাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, গঙ্গা-তিস্তা নদীর জল বিভাজন নিয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনাই হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ ও সেখানকার মানুষের শুভানুধ্যায়ী। ছিটমহল হস্তান্তর, ভারত-বাংলাদেশ রেলপথ ও বাস পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা কথা মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু, এই জল বন্টন চুক্তির ফলে রাজ্যের মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যা নিয়ে কোনো আপোস করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। নবান্নের বৈঠক থেকেও মুখ্যমন্ত্রী এই জল বন্টন চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই চুক্তি পুনঃবিবেচনা না করলে আগামী দিনে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলার তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তিস্তায় ১৪টা হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার হয়েছে তখন চোখে দেখেনি। ফরাক্কা নিয়ে আবার চুক্তি রিনিউ হচ্ছে আমাদের জানালো না। আগে এগুলো নিয়ে মিটিং হয়েছে। বাংলাকে টোটাল বাদ দিয়ে। জলের আরেক নাম জীবন। ওরা জানে না উত্তরবঙ্গের একটা মানুষ আগামিদিন পানীয় জল পাবে না। জল নেই তিস্তায়। গায়ের জোরে ভাবছে নর্থ বেঙ্গল থেকে জিতেছি বলে যা খুশি করব।' তিস্তা, গঙ্গার জলবণ্টনকে সামনে রেখে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলাকে বঞ্চনা এবং বাংলার জল বিক্রি করে দেওয়া মানে আগামিদিন গঙ্গার ভাঙন আরও বাড়বে। মানুষের ঘরবাড়ি জলে তলিয়ে যাবে।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দু' দিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১০টি মউ স্বাক্ষর হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন করার দিকে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর খুবই ভাল সম্পর্ক। এর আগে নরেন্দ্র মোদি-শেখ হাসিনা-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মঞ্চেও দেখা গিয়েছে। তবে এই জলচুক্তি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাংলার গঙ্গা, ভাগীরথী কিংবা তিস্তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হলে তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে অন্তত অবগত করা উচিত।

এদিন ফরাক্কা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। বলেন, ড্রেজিং করে না। তার প্রভাব কলকাতা বন্দরে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সলিলসমাধি হচ্ছে। মমতা বলেন, 'এখন বলছে সব জল দিয়ে দাও। জল দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু থাকলে তো দেব। আমি বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু বাংলাকে বিক্রি করার বিনিময়ে নয়।'

রাজ্যের হাতে ছাড়া হোক ডাক্তারিতে ভর্তির দায়িত্ব

মোদিকে চিঠি দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাক্তারির সর্বভারতীয় স্নাতক স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ অনিয়ম এবং দুর্নীতির প্রেক্ষিতে ভর্তির পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি দাবি করেন, নিট-এর মতো সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বন্দোবস্তে রাজ্যগুলির কোনও অধিকার থাকছে না। এই ব্যবস্থায় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই নিট-এর মাধ্যমে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির বর্তমান বন্দোবস্ত বাতিল করে পুরনো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার তিনি আর্জি জানিয়েছেন।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া চলত। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ভাবেও মেডিক্যালে প্রবেশিকা পরীক্ষা হত। সেই পুরনো ব্যবস্থাই পুনরায় ফিরিয়ে আনার তিনি আর্জি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এক জন চিকিৎসকের লেখাপড়া এবং ইন্টার্নশিপের জন্য রাজ্য সরকার গড়ে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে। তাই জয়েন্ট্র এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিক্যালের পড়ুয়াদের বেছে নেওয়ার অধিকার রাজ্যের হাতেই থাকা উচিত।

তা ছাড়া এর পাশাপাশি চিঠিতে একটি অর্থনৈতিক দিকও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'বর্তমান ব্যবস্থা (নিট-এর মাধ্যমে ডাক্তারিতে ভর্তি)-র জন্য ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি হচ্ছে, যা কেবল ধনীদেরই সুযোগ করে দিচ্ছে। গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়ারা এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শিকার।' তাই নিট-এর মাধ্যমে ডাক্তারিতে ভর্তির বর্তমান যে ব্যবস্থা, তাকে দ্রুত বাতিল করার আর্জি জানানোর পাশাপাশি রাজ্যগুলির হাতে পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদিকে লেখা চিঠিতে মমতার দাবি, তাঁর আর্জি মান্যতা পেলে চলতি অচলাবস্থা কেটে গিয়ে স্থিতাবস্থা ফিরবে এবং পরীক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৫৭৯ নং এফিডেভিট বলে Nabo Kumar Bhukta S/o. Asoke Bhukta ও Naba Kr. Bhukta S/o. Lt. A. Bhukta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯২৯ নং এফিডেভিট বলে Sk Abdul Majid Mondal S/o. Late Sk Abdul Latif Mondal ও Abdul Majid Mondal S/o. Lt. A. L. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২২৬৯ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Neogi S/o. Tarun Neogi ও Jayanta Kr. Neogi S/o. T. K. Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saifuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Sajahan ও Sk Sahajahan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে জুন, ১০ ই আষাঢ়। মঙ্গলবার, চতুর্থী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্দ্ধোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : মঙ্গল বার ।সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মঙ্গল বার ।সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ-বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ মঙ্গলবার ।কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে।

(আজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত র প্রয়াণ দিবস । বিশ্ব ক্রীড়া দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯১৫ নং এফিডেভিট বলে Md. Mohasin S/o. Hayat Baksh ও Md. Mahasin S/o. Md. Hayat Box সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

গত 06/06/2024 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6886 এফিডেভিড বলে **Rabindra Nath Ghosh S/O Satish Chandra Ghosh ও Lt. S Ch Ghosh** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিতি হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Ankusree Maity** D/o, Bimal Kumar Maity & Sanjita Maity, presently residing at 9/67, Netaji Nagar, P.O. - Regent Park, P.S. - Netaji Nagar, Kolkata - 700040, South 24 Pgs. do hereby State and Declare that my mother's Real and Actual name is Sanjita Maity which has been recorded in her Aadhaar & Voter Card & in my Passport vide No. L9399303, but in my Birth Certificate & Madhyamik Admit Card where my mother's name has been recorded as Sanjeeta Maity in place of my mother's real, actual and corrected name Sanjita Maity. That **Sanjita Maity** and **Sanjeeta Maity** is same and one identical person vide Affidavit dated 19.06.2024 before the Notary Public at Alipore.

নাম-পদবী

আমি Mina Jaiswal, W/o Dinanath Jaiswal ঠিকানা ২৮/কি না.ক ব্যানার্জী স্ট্রিট রিষড়া, হুগলী Pin-712248, নোটারি পাবলিক (হুগলী ওয়েস্ট বেঙ্গল) Affidavit দ্বারা Mina Devi Jaiswal নামে পরিচিত হলাম. Affidavit No 55 Dated 15.05.2024 Mina Jaiswal ও Mina Devi Jaiswal একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **Aftab Alam**, S/o, Md. Siddique residing at 7, Kasai Para Lane, Kolkata - 700017, W.B. do hereby Solemnly Affirm and declare that my actual and original name is Aftab Alam which has been recorded in my Voter ID Card No. WB/22/153/250068 and also my son's (Abu Hurra) Aadhaar Card No. 5004 6553 5420. That inadvertently my name has been recorded in my son's (Abu Hurra) School Marksheet Roll No. & Certificate No. 818821N - 0110 issued by WBBSE as Md. Aftab Alam in place of my actual name Aftab Alam. That **Aftab Alam** and **Md. Aftab Alam** are the same and one identical person vide Affidavit dated 21.06.2024 before the Notary Public at C.M.M's Court, Kolkata - 700001.

আমমোক্তারনামা

27.04.2024 তারিখে 1000-IS/22/2024 নং. মেমো দ্বারা প্রকাশিত আমমোক্তারনামা (POWER OF ATTORNEY) মূলে মিউটেশন করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী-

আমমোক্তার গ্রহিতা ঃ- সোমনাথ গাঙ্গুলী, পিতা-অনিল গাঙ্গুলী, সাং-ঘোষপাড়া, মাশিলা, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া, পিন-৭১১৩০২।

আমমোক্তার দাতা ঃ- শ্রী সুকদেব কুমার পাল, পিতা- ৺পূর্ণচন্দ্র পাল, সাং-বামুনপাড়া, পোষ্ট- মুন্সিরহাট, থানা-জগৎবল্লভপুর, পিন- ৭১১৪১০।

09/JAN/2024 সালে DSR-I, HOWRAH-তে রেজিষ্ট্রি হয়েছে। মৌজা-বামুনপাড়া, জে. এল. নং.-১৬, এল.আর. খতিয়ান নং.- ১৭৭১, এল.আর. দাগ নং. ১১৮৯।

১৪ শতক এর মধ্যে ০.০৭ শতক ডাঙ্গা জমি আমমোক্তারনামা নিয়ে 03/APR/2024 তারিখে 1030/2024 নং. দলিল মূলে বড়গাছিয়া সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে এক ক্রেতাকে বিক্রয় করিয়াছে।

ক্রেতা ঃ শ্রী আনন্দ কুমার দাস, পিতা- ৺মদন মোহন দাস, সাং- ধাসা, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া।

নাম-পদবী

আমি Habibur Rahaman Sekh, S/O Ashadul Sk., সাং- নাগাদিবাজার, পোঃ- ধুবিনাগাদি, থানা-নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB5120050023477 নাম Md. Habibur Rahama Sekh, S/O. Asadul Sekh হইয়াছে। ২৪.০৬.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Habibur Rahaman Sekh, S/O. Ashadul Sk. ও Md. Habibur Rahama Sekh, S/O. Asadul Sekh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৬.০৫.১৯৮৬।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস,** স্বামী - ৺গোপাল চন্দ্র দাস **২) শ্রী গৌর দাস ৩) শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪) কনিকা দাস, ৫) মনিকা দাস,** ২ হইতে ৫ এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সর্ব্ব সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123, বিগত ইং 27/04/22 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর অফিসে I-5510/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১) শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, **২) শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- নলডাঙ্গা, জেল.এল.- ৬, হাল এল.আর. 4271, 4272, 4273, 4274, 4275 ও 4276 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 306 ও যাহার হাল এল. আর. 330 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 1 একর 37 শতকের মধ্যে 94 শতক। আর. এস. দাগ নং- 307 ও যাহার হাল এল. আর. 331 নং দাগে আমবাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 68 শতকের মধ্যে 49 শতক। আর. এস. দাগ নং- 323 ও হাল এল. আর. 350 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲ আনায় 10 শতকের মধ্যে 07 শতক হইতেছে। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-7309/2022 নং দলিল মূলে **১) শ্রী জয়ন্ত কুমার দে** পিতা মনোজ কুমার দে ও **২) শ্রীমতী সুদীপ্তা দে** স্বামী শ্রী জয়ন্ত কুমার দে সাকিম নিয়ার পাল বিল্ডার্স, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ দক্ষিণ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 -কে তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- নলডাঙ্গা, জেল.এল.- ৬, হাল এল.আর. 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278 ও 4279 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 306 ও যাহার হাল এল. আর. 330 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান 2 কাঠা 5 ছটাক 42 বর্গফুট বিক্রয় করি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুশান্ত দাস
২) শ্রী তন্ময় দাস
আমমোক্তারদ্বয়

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) অতিরিক্ত আদালত
টি.এস. নং- ০৬/২০০৪

বাদীঃ তারক নাথ পরামানিক
-বনাম-
বিবাদীঃ অমিত মিত্র দীগর

এতদ্বারা ১/এ মিত্র লেন, কোলকাতা- ৭০০০০৭ নিবাসী শ্রী অমিত মিত্র কে জ্ঞাত করা যাইতেছে শিবপুর মেন রোড নিবাসী তারক নাথ পরামানিক পিতা- ৺হাবুল চন্দ্র পরামানিক, হুগলী জেলার মগরা থানার শিবপুর মৌজাস্থিত ১২৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৮১ নং দাগের ১৬১ শতক পুকুর এর দলিল সম্পাদন পূর্ব্বক রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবার জন্য জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত অতিরিক্ত সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) আদালতে টি.এস. ৬ অফ ২০০৪ মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে স্বয়ং বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার এক তরফা আদেশ হইবে।

বাদীর পক্ষে
শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী
আইনজীবী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Nirmal Kr. Roy Choudhury
সেরেস্তাদার
হুগলী সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ)
অতিরিক্ত আদালত

এতদ্বারা সকল কে জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেতাঃ -১) শ্রীমত্যা শান্তি মন্ডল, স্বামী সৌমেন মন্ডল, ২) শ্রী শুভজিৎ মন্ডল, পিতা সৌমেন মন্ডল, সাং- মার্কন্ড গলি ৪৬০ কামারপাড়া রোড, পোষ্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১২১০১।
বিক্রেতাঃ- ১) শ্রীমত্যা রীতা গুপ্তা, স্বামী মৃত দীপক কুমার গুপ্তা, সাং- ৫১১, আদ্যবাগান, পোষ্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১২১০১, ২) শ্রীমতী মেখেলা হাজরা, স্বামী শ্রী সন্দীপ হাজরা, সাং- জি, ২সি, গোবিন্দ এ্যাপার্টমেন্ট, ভোলানাথ পল্লী পীরতলা, ছোট নীলপুর, পোষ্ট- শ্রী পল্লী, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ববধমান, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১৩১০৩, ৩) শ্রীমতী ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য, স্বামী শ্রী ধীমান ভট্টাচার্য্য, সাং- কুমুদনগর, পোষ্ট- নাসরা, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৪১২০২, উক্ত বিক্রেতাগণ দীপক কুমার গুপ্তা, পিতা মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র গুপ্তা, ইংরাজির ১৭/০২/২০২২ তারিখে পরোলোকগমন করিলে তাহার স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ মোট তিন জনাকে বর্তমান ওয়ারিশন রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে পর উক্ত বিক্রেতাগণ ইংরাজির ২১/১০/২০২২ তারিখে চুঁচুড়া ১নং সদর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহির ০৬০১ নং সিডি ভলুমে ২২৮৬০৮ নং পাতা হইতে ২২৮৬২৩ নং পাতায় নকলিকৃত ০৬০১-১১৮৮১ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা সাং- ক্রুকেড লেন, পোষ্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, রাজ্য -পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১২১০১, নিবাসি শ্রী সত্যব্রত মুখার্জী, পিতা মৃত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে অদ্য ইংরাজির ৩০/০১/২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া ১ নং সদর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহির ০৬০১ নং সিডি ভলুমে ২১৩৩০ নং পাতা হইতে ২১৩৫১ নং পাতায় নকলিকৃত ০৬০১-০০৮৫৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন।
তপশীল সম্পত্তির পরিচয়:- জেলা হুগলী, থানা ও অতিরিক্ত সদর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে চুঁচুড়া অধীন জে.এল.নং- ১৮, ১৬ নং ওয়ার্ড এর অন্তর্গত মৌজা কুলিহান্ডা, হোল্ডিং নং- ১২৫৮/৯২ নং সাবেক ১০৫২ নং ও হাল ১০২২৭ নং খতিয়ানভুক্ত রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয়:- সাবেক ২৬৬৭ নং হাল ৬০৫৮ নং দাগে ভিটী ১ আনায় ০.৭২৬ (এ) সম্পত্তির তন্মধ্যে ০.০৪২৬ অংশে ০.০৩২ (এ)।
উক্ত জমি নাম পত্তনের জন্য উক্ত শান্তি মন্ডল ও শুভজিৎ মন্ডল, মগরা চুঁচুড়া সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারকের করণে MN/2024/0601/4920 ও MN/2024/0601/4919 নং কেসে প্রার্থী হইয়াছেন ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ দিবস কাল মধ্যে আপত্তি করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।
স্বাক্ষর:- তাপস কুমার মণ্ডল (অ্যাডভোকেট) । হুগলী জর্জ কোর্ট । তারিখ ২২/০৬/২০২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস**, স্বামী - ৺গোপাল চন্দ্র দাস **২) শ্রী গৌর দাস ৩) শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪) কনিকা দাস, ৫) মনিকা দাস,** ২ হইতে ৫ এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সর্ব্ব সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123, বিগত ইং 27/04/22 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর অফিসে I-5510/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১) শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, **২) শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- নলডাঙ্গা, জেল.এল.- ৬, হাল এল.আর. 4271, 4272, 4273, 4274, 4275 ও 4276 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 306 ও যাহার হাল এল. আর. 330 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 1 একর 37 শতকের মধ্যে 94 শতক। আর. এস. দাগ নং- 307 ও যাহার হাল এল. আর. 331 নং দাগে আমবাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 68 শতকের মধ্যে 49 শতক। আর. এস. দাগ নং- 323 ও হাল এল. আর. 350 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲ আনায় 10 শতকের মধ্যে 07 শতক হইতেছে। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া অফিসে I-4093/2023 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী সরস্বতী মুদালিয়ার** স্বামী শ্রী রবি মুদালিয়ার সাকিম ব্যান্ডেল দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 -কে তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- নলডাঙ্গা, জেল.এল.- ৬, হাল এল.আর. 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278 ও 4279 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 307 ও যাহার হাল এল. আর. 331 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান 2 কাঠা 4 ছটাক 24 বর্গফুট বিক্রয় করি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুশান্ত দাস
২) শ্রী তন্ময় দাস
আমমোক্তারদ্বয়

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) ছায়া দাস, স্বামী – বিদ্যুৎ কুমার দাস সাকিম 51 নং জি. টি. রোড, পোঃ শেওড়াফুলি, থানা – শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন 712223, বিগত ইং 13/03/24 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2109/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না** পিতা কালিপদ মান্না, **২) শ্রী সুকুমার দাস** পিতা পঞ্চানন দাস উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712102 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুচুঁড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 71 শতক। আর. এস. দাগ নং- 75 ও যাহার হাল এল. আর. 88 নং দাগে পুকুর যাহার পরিমান ১৲ আনায় 29 শতকের মধ্যে 14 শতক। আর. এস. দাগ নং- 78 ও হাল এল. আর. 91 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲আনায় 11 শতক। আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲আনায় 77 শতক। আর. এস. দাগ নং- 80 ও যাহার হাল এল. আর. 94 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 28 শতক। আর. এস. দাগ নং- 81 ও যাহার হাল এল. আর. 95 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲ আনায় 2 শতক। একুনে 6 টি দাগে মোট ২০৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয় হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2627/2024 নং দলিল মূলে প্রতীক মিস্ত্রী পিতা ৺নরেশ মিস্ত্রী সাকিম পাঁচগড়া, জগন্নাথপুর, পোঃ পাঁচগড়া, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন 712149 -কে তপশীল জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 77 শতকের মধ্যে অত্র দলিলে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান 04 কাঠা 13 ছটাক 38 বর্গফুট বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না
২) শ্রী সুকুমার দাস
আমমোক্তারদ্বয়

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী রানু বটব্যাল স্বামী – সুকুমার বটব্যাল, সাং- গ্রাম ও পোঃ বেড়াবেড়ী, থানা - সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৭ বিগত ইং-03/02/16 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে IV – 32/16 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আনন্দ ধাড়া** পিতা- সুকদেব ধাড়া, সাং- ধেমুয়া, পোঃ মাকালপুর, থানা দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি আনন্দ ধাড়া, মনোজ মন্ডল পিতা ভুনেশ্বর মন্ডল সাং পি এন কলোনী, সাপুইপাড়া, পোঃ সাপুইপাড়া, থানা বালী (নিশ্চিন্দা), জেলা হাওড়া, পিন ৭১১২০৬-কে I-12811/2017 নং দলিল মূলে ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ধেমুয়া, জে. এল.- 40, হাল এল.আর. খতিয়ান -289, আর. এস. দাগ নং- 228, হাল এল. আর. 327 দাগে শালী জমি, মোট ১৲ আনায় 100 শতকের মধ্যে 2 কাঠা (03.30 শতক) আমমোক্তার বিক্রয় কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
আনন্দ ধাড়া
আমমোক্তার

গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির (বি.এড) গঙ্গাধরপুর, হাওড়া

বি.এড বিভাগের জন্য - Foundation Course-1, Physical Education-1, Education-1, English-1, Assistant Professor চাই। Bio-Data পাঠান।
Email- **gsmbed@hotmail.com**
M : **7980006776 / 7003059205**

গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির (D.El.Ed.) গঙ্গাধরপুর, হাওড়া

D.El.Ed. বিভাগের জন্য :- English-1, Physical Education-1, Geography-1, Mathematics-1, Bengali-1, Assistant Professor চাই। Bio-Data পাঠান।
Email- **gsmbed@hotmail.com**
M : **7980006776 / 7003059205**

নোটিশ

শ্রীমতি মহাশ্বেতা ঘোষ স্বামী' বুদ্ধদেব ঘোষ, সুচন্দ্রা ঘোষ শুভাষিস ঘোষ উভয়ের পিতা বুদ্ধদেব ঘোষ সাং ২২/এ তেলিপাড়া লেন, থানা শ্যামপুকুর, পোঃ শ্যামবাজার, পিন ৭০০০০৪। উক্ত শ্রীমতি সুচন্দ্রা ঘোষ স্বামী দেবাশীষ ঘোষ এর বর্তমান ঠিকানা ১নং নবনগর, বিরাটী, থানা নিমতা, উঃ ২৪ পরগণা। বিগত ২১শে এপ্রিল ২০১৭ সালে কলকাতা A.R.A. III রেজিস্ট্রেশন অফিসের বুক নং IV ভলিউম নং ১৯০৩-২০১৭ তে রেকর্ডভুক্ত ১৯০৩০২০/২০১৭ আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জেলা বাঁকুড়া, মৌজা ছত্রখন্ড ও কেঞ্জারা জে. এল. নং ১৩০, ১২৯ এবং থানা ইন্দাস, দীঘলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এল, আর খতিয়ানভুক্ত ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১ ভুক্ত বর্তমানে মোট ৭৭ টি দাগে মোট ৪.৭১ একর জমি এবং ঐ পঞ্চায়েতের অধীন জে. এল, নং-১২৯ এর এল, আর ২৬০,২৬১, ২৬২ খতিয়ানভুক্ত এল, আর, ৬৪৬ নং দাগে .৩৫ শতক জমি যাহা অত্র আমমোক্তার সম্পত্তি।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকেন তার জন্যে ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দীপক চন্দ্র পাল, পিতা জয়কুমার পাল
সাং-৪১৩/১০৩৩, পূর্বগুড়দহ, ঝাউতলা-নতুন গ্রাম লিংক রোড, থানা জগদ্দল, পোঃ শ্যামনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

লিখিতং- ভুপেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত পতিত পাবন বিশ্বাস, সাং- পাটুলী, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া হাঁসখালী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে বিগত ইং ০৯/০১/২০১৮ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ০৩ নং আমমোক্তার দলিল মুলে শ্যামল ঘোষ, পিতা- মৃত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং সুরভিস্থান, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্নিত তপশীল জেলা নদীয়া তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং পাটুলী মৌজাস্থিত এল. আর. ১৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ২৬৭ নং দাগে ১৮ শতক মধ্যে ১২ শতক সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে অত্র আমমোক্তারের বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন ।

ইতি
শ্যামল ঘোষ, পিতা মৃত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং সুরভিস্থান, পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমতী মঞ্জু দেবী, স্বামী – শ্রী অরুন কুমার রাম সাকিম মানুষপুর বস্তী, নিউ পার্কের নিকট, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123, বিগত ইং 17/01/22 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I অফিসে I-375/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রাজ কুমার পাশোয়ান** পিতা ভোলা পাশোয়ান সাকিম রামজানকী মন্দির, মানুষপুর বস্তী, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- দেবানন্দপুর, জেল.এল.- 3, হাল এল.আর. 2588 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 794 ও যাহার হাল এল. আর. 860 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 1 কাঠা ।

উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-8027/2023 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী সুরুচী কুমারী** স্বামী শ্রী রাজ কুমার পাসোয়ান সাকিম মানুষপুর বস্তী, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 -কে তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- দেবানন্দপুর, জেল.এল.- 3, হাল এল.আর. 2588 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 794 ও যাহার হাল এল. আর. 860 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 3 শতকের মধ্যে 1 কাঠা বা 1.65 শতক বিক্রয় করি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
রাজ কুমার পাশোয়ান
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রীমতি স্বপ্না দাস সরকার, স্বামী-শ্রী হিরন্ময় দাস, সাং-গোয়ালদহ, পোঃ-গোয়ালদহ, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০৩ জেলা-নদীয়া, থানা-কোতয়ালী অধীনে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার বর্তমান মালেক পঃবঃ সরকার পক্ষে নদীয়া জেলা কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তার অধীন লিখিত আর.এস. ৩৮০২ নং এল.আর. ১৬১৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ১৫০৬১/৩৩৪০৮ নং(দলিল দৃষ্টে) আর.এস. ৩৩৪০৮ নং (রেকর্ডদৃষ্টে) এল.আর. ১৯৫৫১ নং দাগের ০.৪১ একর বা ৪১ শতক সম্পত্তি (যাহা পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিস রেজিস্ট্রিকৃত ২৫৪৭/২০২৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত একখানি আমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী চন্দ্রগুপ্ত দাস, পিতা-মৃত কামিনী কুমার দাস, সাং-কামারহাটি, পোঃ ও থানা- বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং- ৭০০০৫৬ মহাশয় এর দ্বারা আমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি শ্রীমতি স্বপ্না দাস সরকার গত ইং ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিস রেজিস্ট্রিকৃত ৫৯২৭/২৪ নং একখানি কোবলা দলিল বলে শ্রীমতি তনয়া গোস্বামী, স্বামী- শ্রী দেবরাজ মৈত্র, সাং-অশ্বিনী কুন্ডু লেন, দাসপাড়া আনন্দময়ীতলা, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১ মহাশয়াকে উপরিউক্ত দাগের ০.১৬৪৮ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে তনয়া গোস্বামী মহাশয়া স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল. এন্ড আর. ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 85/2024-25, MEMO NO. 085/DGP- II/15thCFC/ 2024.** Last date of submission **01.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 01/15th CFC/Shikarpur/ 2024-25,** Last date of submission **04.07.2024 up to 5p.m.** visit www.wbtenders.gov.in For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **ছায়া দাস,** স্বামী – বিদ্যুৎ কুমার দাস সাকিম 51 নং জি. টি. রোড, পোঃ শেওড়াফুলি, থানা – শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন 712223, বিগত ইং 13/03/24 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2109/22 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না** পিতা কালিপদ মান্না, **২) শ্রী সুকুমার দাস** পিতা পঞ্চানন দাস উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712102 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা- চুচুঁড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 74 ও যাহার হাল এল. আর. 87 নং দাগে কলাবাগান যাহার পরিমান ১৲আনায় 71 শতক। আর. এস. দাগ নং- 75 ও যাহার হাল এল. আর. 88 নং দাগে পুকুর যাহার পরিমান ১৲ আনায় 29 শতকের মধ্যে 14 শতক। আর. এস. দাগ নং- 78 ও হাল এল. আর. 91 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲আনায় 11 শতক। আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲আনায় 77 শতক। আর. এস. দাগ নং- 80 ও যাহার হাল এল. আর. 94 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲আনায় 28 শতক। আর. এস. দাগ নং- 81 ও যাহার হাল এল. আর. 95 নং দাগে ডোবা যাহার পরিমান ১৲আনায় 2 শতক। একুনে 6 টি দাগে মোট ২০৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয় হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া অফিসে I-2628/2024 নং দলিল মূলে শ্রীমতী মল্লিকা মন্ডল দাস স্বামী তুহিন মন্ডল সাকিম কড়িন্যা, পোঃ পিন্ডিরা, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন 712146 -কে তপশীল জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- আকনা, জেল.এল.- 14, হাল এল.আর. 361 নং খতিয়ানে - আর. এস. দাগ নং- 79 ও যাহার হাল এল. আর. 92 নং দাগে বাগান যাহার পরিমান ১৲ আনায় 77 শতকের মধ্যে অত্র দলিলে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান 04 কাঠা 08 ছটাক 15 বর্গফুট বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
১) শ্রী সুপ্রিয় মান্না
২) শ্রী সুকুমার দাস
আমমোক্তারদ্বয়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

টুম্পা কয়ালের স্বামীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি করায় শাসকদলের নেতাকর্মীদের হাতে আক্রান্ত কামদুনি কাণ্ডের 'প্রতিবাদী' মুখ টুম্পা কয়ালের স্বামী। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যায় নিউটাউনের আকন্দকেশরী এলাকায় একদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর হাতে প্রহৃত হন টুম্পার স্বামী। টুম্পার অভিযোগ, আকন্দকেশরীর বাসিন্দা টুম্পা কয়ালের স্বামী কাজ থেকে ফিরে আর্ট কলেজের কাছে চায়ের দোকানে বসেছিলেন। ওই এলাকায় দিয়ে যাচ্ছিল তৃণমূলের বিজয় মিছিল। অভিযোগ, সেই মিছিলে থাকা একদল তৃণমূল কর্মী তাঁর স্বামীকে ঘিরে ধরে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা হয় তাঁর। প্রাথমিক চিকিৎসার পর টুম্পা কয়াল তাঁর আক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে যান নিউটাউনের টেকনো সিটি থানায়। তাঁর দাবি, অভিযোগ জানাতে গেলে টুম্পা কয়ালের পরিচিত এক ব্যক্তিকে দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগপত্রে সামান্য ভুল রয়েছে বলে পুলিশকে জানান টুম্পা। তা সত্ত্বেও পুলিশের তরফে অভিযোগপত্র সংশোধন করা হয়নি বলেই অভিযোগ। এরপরই মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজু নস্করকে গ্রেফতারির দাবিতে টেকনো সিটি থানার সামনে ধরনায় বসেন টুম্পা।

শপথ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত অব্যাহত। এই সংঘাতের মাঝে রাজভবনে সদ্য জয়ী বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলেই খবর। এদিকে ভগবানগোলার জয়ী প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকারের দাবি, তিনি আমন্ত্রণপত্র পাননি। উল্টোদিকে সায়ন্তিকা জানান, আমন্ত্রণপত্র পেলেও রাজভবনে যাচ্ছেন না। সঙ্গে এও জানান, 'উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারকে শপথের দায়িত্ব দেন রাজ্যপাল। তবে এবার তা করেননি রাজ্যপাল। বিধানসভাকে কার্যত অন্ধকারে রেখে সরাসরি আমাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ভগবানগোলার বিধায়ককে চিঠি পাঠানো হয়নি। আমি একা যাব না।' এরই পাশাপাশি ভগবানগোলার জয়ী প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার জানান, 'বিধানসভার বিষয়ে স্পিকার যা বলবেন। তা-ই করব।' এরই পাশাপাশি রাজভবনে পাল্টা চিঠি পাঠিয়ে সায়ন্তিকা জানান, 'বিধানসভার সদস্য যখন আমি। তখন স্পিকার যদি শপথ বাক্য পাঠ করান তাহলে ভাল হয়। আপনি রাজ্যপাল হিসেবে এটা কনসিডার করুন। আমি এলাকার কাজ করতে পারছি না।' ইতিমধ্যেই সেই চিঠি জমা পড়েছে রাজভবনে। অপরদিকে, স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায় জানান, 'এখনও জানি না কে কবে শপথ নিচ্ছেন। কোনও সংবাদ আসেনি। আজ সায়ন্তিকা এসে জানাল ওনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যপালের তরফে। তবে রাজভবনে উনি যাবেন কি যাবেন না সেটা আমি জানি না। তবে বিধানসভাকে জানানো হয়নি কিছুই।'

উল্লেখ্য, বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবানগোলার নির্বাচিত বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ গ্রহণ ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজভবনের জটিলতা চলছে। প্রথমে নতুন দুই বিধায়কের শপথের জন্য রাজভবনকে চিঠি পাঠায় বিধানসভার সচিবালয়। তারপরই রাজভবনের পক্ষ থেকে পাল্টা চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় প্রবীণ মহিলা বিধায়ক-নবীন বিধায়ক কে রয়েছেন সে ব্যা পারেও। তবে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সেই চিঠির কী সম্পর্ক তা বুঝে উঠতে পারেনি বিধানসভার অধ্যক্ষ। এরপর ফের বিধানসভা চিঠি দিয়ে রাজভবনকে দ্রুত শপথ বাক্য পাঠের আবেদন করা হয়। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে সায়ন্তিকা ও রেয়াত হোসেনকে চিঠি পাঠায় রাজভবন। যদিও রেয়াতের দাবি তিনি কোনও চিঠি পাননি। অপরদিকে সায়ন্তিকার বক্তব্য, চিঠিতে কে শপথবাক্য পাঠ করাবেন সে কথা উল্লেখ নেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ জুন ২০২৪ ১০ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

দীঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ তুলে দেওয়ার নিদান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন এলাকা উন্নয়ন পর্ষদের ভূমিকা নতুন করে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে পুর বৈঠকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে তিনি দীঘা - শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ এবং হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দীঘা এবং হলদিয়ার উন্নয়নের জন্য এখন সেখানে পুরসভা রয়েছে, পঞ্চায়েত রয়েছে, জেলাশাসক রয়েছে। উন্নয়ন পর্ষদ গুলিতে বিপুল সংখ্যক লোক ও পরিকাঠামো থাকলেও ঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। বরং সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে।

সভায় সকলের সামনে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, 'দিঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রয়োজন আছে কি এখন আর? ওখানে তো পুরসভাও আছে, পঞ্চায়েতও আছে, জেলাশাসকও আছেন। বিরাট বাড়ি বানিয়ে ৪০০-৫০০ লোক কারও গা টিপছে, কারও পা টিপছে, কারও মাথা টিপছে। বড় বড় বিল্ডিং করে

থাকছে, আরাম করছে। যেখানে সরকারের স্টাফ কম, সেখানে তাঁদের কাজে লাগিয়ে দাও।'

এই প্রসঙ্গে, নগরোন্নয়ন দফতর ও সচিবের ভূমিকাও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আরবান ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, কী কাজ তাঁর? ডিপার্টমেন্টটা রাখারই দরকার কী? কতগুলি বোর্ড রেখে দিয়েছেন, ৪০০-৫০০ করে লোক রেখে দিয়েছে।'

শুধু দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদই নয়, হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ নিয়েও একই মত প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'হলদিয়াতেও তো পুরসভা রয়েছে। লাভ কী হল?' মুখ্য সচিবকে পুনরায় এই উন্নয়ন পর্ষদগুলির প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজন না থাকলে আগামী দিনে এই উন্নয়ন পর্ষদগুলি ভেঙে দেওয়া হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন ইঙ্গিত দেন।

দুই নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথ ঘিরে রাজ্যপালকে বিঁধলেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একমাস হতে চলল বরাহনগর বিধানসভার উপনির্বাচন। এই উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজভবন থেকে শপথবাক্য পাঠ নিয়ে 'গ্রিন সিগন্যাল' না আসায় পরিষেবা দিতে পারছেন না তিনি। এবার এই ইস্যুতেই মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদের স্পষ্ট বক্তব্য, এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। কোনও জটিলতা নেই। শুধু-শুধু ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে।

সোমবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সায়ন্তিকা। ছিলেন ফিরহাদও। সেই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, 'আমি নিজে ২০০৯ সালে এই বিধানসভার উপনির্বাচনে জিতেছিলাম। ভোট হল। তৎকালীন অধ্যক্ষ রাজ্যপালের অনুমতি নিলেন। রেজাল্টের সাত-আটদিন পর শপথ হয়ে গেল।' একইসঙ্গে সংযোজন, 'প্রতিবার অসভ্যতা করেন উনি। অধ্যক্ষের অধিকার খর্ব করছেন। গায়ের জোরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোটা লোকটার কথায় উঠছেন বসছেন।'

এখানেই শেষ নয়, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতন বিতর্কের কথাও মনে করিয়ে দেন পুর মন্ত্রী।

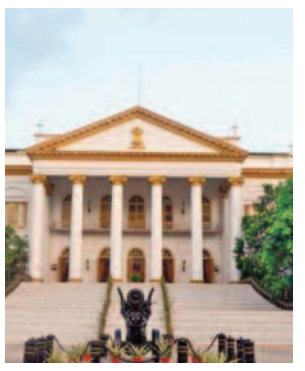

ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপালের চরিত্রের ঠিক নেই। আমি ওঁর জায়গায় থাকলে পদত্যাগ করতাম।' একইসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, 'রাজ্যপাল নির্বাচিত জন প্রতিনিধি অধ্যক্ষকে অসম্মান করছেন। আমরা নির্বাচিত। আর আপনি মনোনিত। আমাদের দর অনেক বেশি। হাউ ডেয়ার ইউ স্টপ আওয়ার ওথ? স্পিকারের অধিকার শপথবাক্য পাঠ করানো। দিনের পর দিন চলে আসেছে। বিধানসভার নিয়ম বিধায়ক স্পিকারের সান্নিধ্যে থাকবে।' এরই রেশ ধরে ফিরহাদের প্রশ্ন, 'কাকে অপমান করছেন?' সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, 'আপনি মানুষকে অপমান করছেন। শপথ না নেওয়া পর্যন্ত কাজ করতে পারবে না ওরা।' এরপরই রাজ্যপালকে বিদ্ধ করে সরাসরি ফিরহাদ বলেন, 'কীসের রাজ্যপাল? ওঁর ক্ষমতা আছে মানুষের রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার? কোনও কারণ নেই ইস্যু বানানোর।'

প্রসঙ্গত, বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবানগোলার নির্বাচিত বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ গ্রহণ ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজভবনের জটিলতা চলছে। দু'তরফের মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে। আজ শপথ বাক্য পাঠ নিয়ে সায়ন্তিকা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠালে সেই চিঠি গ্রহণ করেন সি ভি আনন্দ বোস। তবে এই সবের মধ্যে আটকে রয়েছে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এর আগে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের নির্মল চন্দ্র রায়ের শপথ গ্রহণ ঘিরেও তৈরি হয়েছিল জটিলতা। তাঁর শপথ সংক্রান্ত ফাইল ফেলে রাখার অভিযোগ তুলেছিল শাসক শিবির। পরে যদিও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নির্মল রায়কে শপথ বাক্য পাঠ করান।

সবুজ ধ্বংসের অভিযোগ রবীন্দ্র সরোবরে, পরিবেশপ্রেমীদের সঙ্গে তরজায় যিশু-ববি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবীন্দ্র সরোবর দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস। সেই রবীন্দ্র সরোবরের একাংশে গত দিন পাঁচেক ধরে খোঁড়াখুড়ি চলছে বলে অভিযোগ। আর্থ মুভার দিয়ে উপড়ে ফেলা হচ্ছে মাটি। তুলে ফেলা হচ্ছে ঘাস। পরিবেশ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করেই কাজ চলছে বলে অভিযোগ। এক কথায় খাস কলকাতায় অবাধে সবুজ ধ্বংসের অভিযোগ।

এদিকে সূত্রে খবর, রবীন্দ্র সরোবরের জমির একাংশ একটি বেসরকারি ক্লাবকে লিজে দেওয়া হয়েছে। আর তা দেওয়া হয়েছে নাম মাত্র আর্থিক চুক্তিতে। এরপরই রবীন্দ্র সরোবরের জমিতে এভাবে আর্থ মুভার চালিয়ে খোঁড়াখুড়ি ও সবুজ ধ্বংসের অভিযোগে প্রশ্ন উঠছে কেএমডিএ-র ভূমিকা নিয়েও।

এদিকে, জাতীয় পরিবেশ আদালতের তরফে ২০১৭ সালে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, জাতীয় সরোবরের ভিতরে রাতে কোনও আলো জ্বালানো যাবে না। সেই কারণে রবীন্দ্র সরোবরে রাতে খেলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। সেই জায়গায় অভিযোগ উঠছে, গত কয়েকদিন ধরে রাতে আলো জ্বালিয়ে জমিতে খোঁড়াখুড়ির কাজ চলছে। আর এই লিজ নেওয়া জমিতে মাটি খুঁড়ে, ঘাস উপড়ে ফেলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বড় গাছের শিকড়ও পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না পরিবেশপ্রেমীরা। রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও আন্দোলনকারী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল ২০১৭ সালে নির্দেশ দিয়েছে রবীন্দ্র সরোবরে লাইট জ্বালানো যাবে না। সেই কারণে স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাহলে কেন আবার রাত্রিবেলা সাড়ে দশটার সময় জেসিবি নিয়ে, হাই পাওয়ারের লাইট নিয়ে কাজ হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে।'

তবে এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'ওখানে তিনটি কোচিং ক্যাম্প চলে। পিচ করা হয়। পিচের সঙ্গে প্রকৃতির কী সম্পর্ক! ওখানে প্লাস্টিক থেকে শুরু করে দুনিয়ার নোংরা পড়ে রয়েছে, ক'জন প্রকৃতি প্রেমী সেটাকে পরিষ্কার করেন? জায়গাটি ব্যবহার হলে পরিষ্কার থাকে। লেক তো শুধু গাছ লাগানোর জন্য নয়, খেলাধুলোরও তো জায়গা।'

যে সংস্থাকে রবীন্দ্র সরোবরের জমির ওই অংশ লিজ দেওয়া হয়েছে, সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত। যিশুর বক্তব্য, পরিবেশ আদালতের গাইডলাইন মেনেই কাজ চলছে। তিনি বলেন, 'আমরা জমিটা কেএমডিএ থেকে লিজ নিয়েছি। কেএমডিএ ও গ্রিন ট্রাইবুনালের যা যা নিয়ম রয়েছে, সব মেনেই আমরা কাজ করছি। ওখানে যে ঘাস রয়েছে, সেটা জংলা ঘাস। সেখানে ভাল মাঠ তৈরি করা যাবে না। সচরাচর আমরা কলকাতা শহরে দেখতে পাই না, এমন উচ্চমানের মাঠ তৈরি করা হচ্ছে। এখানে কোনও নির্মাণ হবে না। নিয়ম মেনেই কাজ হচ্ছে। দিনেও কাজ হচ্ছে, রাতেও কাজ হচ্ছে। আমরা অনুমতি নিয়েই কাজ করছি।'

নৈহাটিতে ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য। ঘটনায় অভিযোগ তির তাঁর স্ত্রীর দিকে। নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীপাড়া বেলতলার ঘটনা। মৃতের নাম শিবশংকর দে ওরফে প্রদীপ (৪২)। তিনি কাঠের ফার্নিচার তৈরির ব্যবসায়ী ছিলেন। শনিবার বিকেলের দিকে নাকি ওই ব্যবসায়ী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের দোকানের এক কর্মচারী তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখেন খাটের পাশে মেঝেতে মালিকের দেহ পড়ে রয়েছে। দুবছর আগে ছেলে সহ বিবাহ বিচ্ছিন্ন এক মহিলাকে বিয়ে করেন প্রদীপ বাবু। বিয়ের পর থেকেই নানাবিধ কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। মৃত ব্যবসায়ীর দোকানের কর্মচারী বাবলু ঢালি বলেন, তিনি ১৬ বছর ধরে প্রদীপ বাবুর কাঠের দোকানে কাজ করছেন। প্রদীপবাবু ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন। প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে প্রদীপ বাবু দোকানে এসেছিলেন। বেলা পৌনে এগারোটা নাগাদ তার স্ত্রীর ফোন করে ত্রিশ হাজার টাকা চান। কিন্তু দোকান মালিক ১০ হাজার টাকা দিতে রাজি ছিলেন। স্ত্রীর টাকা চাওয়া নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়। বেলা পৌনে একটা নাগাদ দোকান মালিক তাকে ফোন করে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে খেতে যেতে বলেন। বাড়ি গিয়ে ফের পাঁচটা নাগাদ তিনি

দোকানে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মালিকের স্ত্রী ফোন করে বলেন প্রদীপ দা গলায় দঁড়ি দিয়েছেন। তিনি বাড়িতে পৌঁছে দেখেন খাটের পাশে মেঝেতে শোয়া অবস্থায় রয়েছেন তাঁর মালিক। ঘরে সেদিন আরও একজন মহিলাকে তিনি বসে থাকতে দেখেন। ঘটনা নিয়ে মৃতের ভাগ্নী তিয়াসা মুদির অভিযোগ, মামার গলায় ফাঁস দেওয়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। এমনকি প্রতিবেশীরাও কিছুই জানতে পারিনি। মামাকে পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে। ঘটনায় মামীর এক বান্ধবীও জড়িত। মৃতের বৃদ্ধা মা নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী অশান্তির প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল। সোমবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানী রাসমণি রোড পর্যন্ত মিছিল সম্পন্ন হয়।

ফাইল বওয়ার দিন শেষ, কেস ডায়েরি রাখা যাবে মোবাইলেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে কেস ডায়েরি থাকবে পুলিশের হাতের মুঠোয়। মোবাইলেই রেখে দেওয়া যাবে পুরো কেস ডায়েরি। ফলে মোটা ফাইল বয়ে বেড়ানোর আর প্রয়োজন পড়বে না। কেস ডায়েরি ডিজিটাল করার জন্য এবার নতুন অ্যাপ নিয়ে আসছে কলকাতা পুলিশ। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি থানার পুলিশ আধিকারিকরা এই অ্যাপটির ব্যবহার শুরু করেছেন বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে পুলিশ ডিজিটালের বদলে কাগজের নথিই ব্যবহার করে। এই তালিকায় রয়েছে মামলার কেস ডায়েরিও।

এদিকে নিয়ম অনুসারে মামলার তদন্তকারী আধিকারিককে যাবতীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে তা ফাইলেই রাখতে হয়। প্রয়োজনমতো সেই ফাইল থেকেই কাগজপত্র বের করতে হয়। আবার আদালতে বিচারক কেস ডায়েরি দেখতে চাইলে পুরো ফাইলটিই তাঁর হাতে পুলিশ আধিকারিক তুলে দেন। কিন্তু এত কাগজপত্র একই ফাইলে থাকার ফলে পুলিশ আধিকারিকরা অনেক সময় সমস্যায়ও পড়েন। বিশেষ করে যখ ন অনেকদিন পর যখন মামলার শুনানি শুরু হয় অথবা কোনও মামলা ফের শুরু হলে আদালত সমন দিলে ওই কেস ডায়েরির ফাইল পুলিশ আধিকারিকদের আবশ্যিকভাবে নিয়ে যেতে হয়।

কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ফাইল থেকে কোনওভাবে হারিয়ে গিয়েছে কোনও একটি নথি বা কাগজ। তখনই সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার কখনও বা দেখা যায়, তদন্তকারী আধিকারিক ফরেনসিক রিপোর্ট বা ঘটনাস্থল তথা 'ক্রাইম সিন'-এর প্রত্যেকটি ছবি ফাইলে রাখতে ভুলে গিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রেও মামলার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতেই এবার একটি বিশেষ 'কেস ডায়েরি অ্যাপ' তৈরি করছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। বেহালা অঞ্চলের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের মোবাইলে ডাউনলোড করা হয়েছে অ্যাপটি। এই অ্যাপে কেস ডায়েরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আপলোড হচ্ছে ফরেনসিক রিপোর্ট ও যাবতীয় ছবিও। প্রত্যেকটি মামলার জন্য এই অ্যাপে আলাদা আলাদা ফোল্ডার থাকছে। কোনও ঘটনা ঘটার পর তার তদন্ত শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আধিকারিক শুরু থেকেই যাবতীয় নথিপত্র ওই অ্যাপে আপলোড করতে পারবেন। এমনকী, প্রয়োজনমতো ঘটনাস্থলের ছবি তুলেও তা 'সেভ'করে রাখা যাবে ওই ফোল্ডারে। এর পর থেকে তদন্তের যা যা নথি পুলিশ আধিকারিক সংগ্রহ করবেন, তা তিনি সহজেই সেগুলি কেস ডায়েরি অ্যাপে সংগ্রহ করতে পারবেন। এই অ্যাপটি পরীক্ষায় পাস করলে তা প্রথমে বেহালা অঞ্চলের সব পুলিশ আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। ক্রমে ওই অ্যাপ কলকাতা পুলিশের অন্য আধিকারিকরা ব্যবহার করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

খাস কলকাতায় ব্যবসায়ী অপরহরণ, ধৃত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ। এরপর মুক্তিপণ দাবি করে বাড়িতে ফোন। ঘটনার তদন্তে নেমে লালবাজারের অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড ও তিলজলা থানার যৌথ অভিযানে উদ্ধার করা হয় সেই ব্যবসায়ীকে। পুলিশ তদন্তে নেমে মুকুন্দপুরের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করে তাঁকে। গ্রেফতার করা হয় মোট ৮ জনকে। এখনও অধরা কয়েকজন বলে মনে করছে পুলিশ। যে গাড়িতে অপহরণ করা হয়েছিল, তার খোঁজে নেমেছেন তদন্তকারীরা। নিউ মার্কেটের মতো জনবহুল এলাকা থেকে ব্যবসায়ীকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ইরফানকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তিলজলার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর নাম মহম্মদ ইরফান। নরেন্দ্রপুর এলাকায় একটি কল সেন্টার চালাতেন। কিছুদিন আগেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই কল সেন্টারটি বন্ধ করে দেয়।

তবে ঘটনার সূত্রপাত গত ২১ জুন অর্থাৎ শুক্রবার। তিলজলা থানা

এলাকায় ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বেরন মহম্মদ ইরফান নামে এক যুবক। ২২ জুন রাত পর্যন্ত ছেলে না ফেরায় উদ্বিগ্ন পরিবার তিলজলা থানায় যোগাযোগ করে। এ রপর ছেলেকে ফেরানোর নামে ১২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে তাঁর কাছে। টাকা না পেলে ইরফানকে খুন করা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়। তাতে স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবার। অপহৃত যুবকের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে তিলজলা থানা ও লালবাজারের গুণ্ডাদমন শাখা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নিউ মার্কেটের আশেপাশের কোনও এলাকা থেকে অপহরণ করা হয় ইরফানকে। এরপর কসবা নরেন্দ্রপুর এলাকার একাধিক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ফোন করা হয় মুক্তিপণের জন্য। শেষমেশ মুকুন্দপুরের একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় তাঁকে। ইরফানের অভিযোগ, ১২ লক্ষ টাকা হাতে না পেলে খুন করা হবে বলেও হুমকি দেয় অপহরণকারীরা। এরপরই মুকুন্দপুরের এক হোটেল থেকে তাঁকে উদ্ধার করার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় গৈরিক মুখোপাধ্যায় ওরফে ডেভিড এবং বিবেক নামে দুজনকে। তাদের সূত্র ধরে আরও ৬ জন পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। তবে আপাতত পুলিস জানতে পেরেছে, তিলজলার ওই ব্যবসায়ী একজনের কাছ থেকে ব্যবসার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা কিছুতেই পরিশোধ করেছিলেন না। তবে দিনেদুপুরে জনবহুল রাস্তায় অপহরণের এই ঘটনা ফের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

পোস্টে ধাক্কা খেয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে জখম বধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক এক মহিলা। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা মেইন শাখার টিটাগড় স্টেশন সন্নিহিতি ১১ নম্বর রেল গেটের কাছে ২ নম্বর লাইনে। জখম মহিলার নাম সুফিয়া বেগম (৩২)। বাড়ি পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের আজমতলায়। স্বামী আলি হোসেন পাতুলিয়া ইন্ডেন গ্যাসে অফিসের কর্মী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শিয়ালদাগামী ডাউন ট্রেনে চেপে কোলকাতায় কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। টিটাগড় স্টেশনের ঢোকার মুখে ১১ নম্বর রেল গেটের কাছে পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ট্রেন থেকে সটান নিচে পড়ে যান। মাথায় এবং সারা শরীরে গুরুতর আঘাত পান ওই মহিলা। তাকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বাংলার শিল্পে দুঃসংবাদ, বন্ধ হয়ে গেল ব্রিটানিয়ার একমাত্র কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার শিল্পে আরও এক দুঃসংবাদ। বন্ধ হয়ে গেল বাংলায় 'ব্রিটানিয়া'র একমাত্র কারখ ানা। ধুঁকতে থাকা উৎপাদন সংস্থার তারাতলার কারখানায় সোমবার তালা পড়ে গেল আজীবনের মতো। কলকাতার বুকে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল ব্রিটানিয়া কোম্পানি। কারখানায় স্থায়ী কর্মী ছিলেন ১২২ জন। অস্থায়ী কর্মী ছিলেন ২৫০ জন। এই কোম্পানিতে আড়াই হাজার টন উৎপাদন হত প্রতিবছর। কর্মীরা কাজে গিয়ে হঠাৎ করেই কারখানার গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দেখতে পান। শতবর্ষেরও বেশি প্রাচীন কারখানা বন্ধ হওয়া শুধু এতজনের কর্মজীবনে আঘাতই নয়, আঘাত বাঙালির আবেগেরও। ব্রিটানিয়ার সঙ্গে আমবাঙালির সম্পর্ক বহুদিনের। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন 'দাদু খায়, নাতি খ ায়'-এর এতদিনের স্বাদ এবার বস্তুতই বিস্বাদ হয়ে গেল। সংস্থার তরফে কারখানার স্থায়ী কর্মীদের এককালীন টাকা দেওয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণ বাবদ। কিন্তু অস্থায়ী কর্মীদের তেমন কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

তারাতলায় ব্রিটানিয়া সংস্থার বড় উৎপাদনকারী সংস্থা। প্রতি বছর গড়ে ২৫০০ টনেরও বেশি বিস্কুট-সহ অন্যান্য স্ন্যাকস উৎপাদন হতো। মাস দুয়েক ধরে কারখানায় উৎপাদন প্রায় বন্ধের মুখে পড়েছিল। তখনই অশনি সংকেত পান কর্মীরা। কিন্তু তাড়াতাড়ি যে একেবারে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে, তা ভাবতে পারেননি কেউই। সোমবার সকালে তাই অন্যান্য দিনের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে কারখানায় পৌঁছন কর্মীরা। কিন্তু গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দেখে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁদের! বুঝতে পারেন, ব্রিটানিয়া সংস্থার সঙ্গে

সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সেইসঙ্গে বাংলার শিল্পমহলেও ঘনাল দুশ্চিন্তার মেঘ।

কিন্তু কী কারণে কলকাতার একমাত্র ব্রিটানিয়া কারখানা বন্ধ হয়ে গেল তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে সংস্থা। ব্যবসায় মন্দা না শ্রমিক সমস্যা কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত তা নিয়ে কোনও আঁচই মিলছে না ব্রিটানিয়া সংস্থার তরফ থেকে। তবে ব্যবসায়িক দিক থেকে কোনও সমস্যা হয়নি বলেই মত শ্রমিকদের একাংশের। এখনও বঙ্গে ব্রিটানিয়ার খাদ্যসামগ্রী বিক্রিতে অন্য যে কোনও সংস্থার চেয়ে যথেষ্ট এগিয়ে। তবে কারখানা সূত্রে খবর, কোম্পানিতে যাঁরা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করতেন, তাঁদের এক কালীন ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৬ থেকে ১০ বছরের নীচে যারা চাকরি করেছে, তাঁদেরকে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছে কোম্পানি। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে ক্যাজুয়াল স্টাফ নেওয়া শুরু করে তারাতলার এই ব্রাঞ্চটি। বর্তমানে এই কোম্পানিতে অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন ২৫০ জন। তার নীচে যাঁরা চাকরি করেছেন, তাঁদেরকে ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে দিয়েছে কোম্পানি। কিন্তু এক কানাকড়িও পাননি অস্থায়ী কর্মীরা। আর তা নিয়ে তাঁরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। কারখানার সামনে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে বলে খবর।

কিশোরের মৃত্যুতে ধৃত বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রবিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকনগর এলাকায়। মৃতের নাম আয়ুষ সাউ (১৩)। গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল আয়ুষ। শনিবার দুপুরে দ্বিতলের ঘর থেকে পুলিশ আয়ুষের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, আয়ুষকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে মৃতের বাবা জিতেন্দ্র সাউ এবং সৎ মা রিংকু সাউয়ের কঠোর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন এলাকাবাসী। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ঘটনার রাতে মৃতের বাবা ও সৎ মা-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সম্পাদকীয়

সদিচ্ছা থাকলে সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছুই করা সম্ভব

যে বাঙালি এক দিন শিক্ষাক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক সাফল্যের বিচারে ভারতে এগিয়ে ছিল, সে কেন আজ নিজভূমেই পরবাসী হওয়ার আশঙ্কায়? বাঙালি ঈর্ষণীয় মেধার অধিকারী। কিন্তু পেটে গামছা বেঁধে কি মেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব? সকলের পক্ষে তো ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, শক্তি-সুনীল-সমরেশ, মণি ভৌমিক কিংবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো লড়াকু মানসিকতার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। আমরা এখনকার বাঙালিরা এঁদের কাজে অনুপ্রাণিত হলাম না। অথচ, অনুপ্রেরণা পেলাম ঘুষ দিয়ে ছেলেমেয়েকে একটি সরকারি কিংবা আধা-সরকারি চাকরি পাইয়ে দিতে। খুব একটা বেশি দিন আগের কথা নয়। যখন বজবজ থেকে নৈহাটি কিংবা হাওড়া-আসানসোল-দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলি ছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মস্থল। বেঙ্গল কেমিক্যালস, হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস, ক্যালকাটা সিল্ক মিল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি, মেটালবক্স, ডাকব্যাক, ডানলপ, সেন-র‍্যালে সাইকেল, বাসন্তী কটন মিল, বঙ্গোদয় কটন মিল, ভারত জুট মিল-সহ অসংখ্য পাটকল, বিভিন্ন ধরনের কল-কারখানায় পশ্চিমবঙ্গের নজরকাড়া সমৃদ্ধি ছিল। বাঙালিদের তো বটেই, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হত। আজ সে সব কারখানার অধিকাংশই বন্ধ অথবা রুগ্‌ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের মাসুল সমীকরণ নীতির কুপ্রভাব পড়েছিল আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর। গরিব ঘরের বাঙালি ছেলেমেয়েরা এখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনমজুরের কাজ খুঁজতে যায়। এক দল অযোগ্য ব্যক্তি কোনও মতে টাকা জোগাড় করে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে তৎপর। যোগ্যরা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনের পর দিন পথে বসে রয়েছেন। সহ্য করছেন প্রশাসনিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। উচ্চশিক্ষিত বাঙালি যুবক-যুবতীদের একাংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, ও বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা অধিকাংশই বিদেশের মাটিতে থিতু হওয়ার সুযোগ খোঁজেন। নিতান্ত নিরুপায় না হলে এঁরা কেউ ঘরের টানে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে তাঁদের সন্তানদের ভগ্ন শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সম্মুখীন হতে দিতে চান না। এখন বন্ধ কারখানার জমিতেই গড়ে উঠছে, আবাসন অথবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। শহুরে বাঙালিদের ‘পঁচিশে বৈশাখ’ পালনে ভিড় বাড়লেও, রবীন্দ্রনাথকে জানা-বোঝার মানসিকতা ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। ষাটের দশকে আমাদের কৈশোর যৌবনের সময়টায় পাড়ায়-পাড়ায় যে হৈমন্তিক জলসাগুলো হত সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত হেমন্ত-মান্না- শ্যামল- সতীনাথ- ধনঞ্জয়- মানবেন্দ্র- নির্মলেন্দু- পিন্টু এবং সন্ধ্যা-আরতি-উৎপলা প্রমুখ গানের শিল্পীরাই আসর মাতাতেন। ওই সকল আসরে পুজোর নতুন গান শোনার আকর্ষণই ছিল আলাদা। হিন্দি গান শোনার তেমন চাহিদা কখনও অনুভূত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ‘হিন্দি হটাও’ আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারলেও, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের মধ্যে পড়েছিল। অন্য দিকে, হিন্দি ভাষার আগ্রাসন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো যে ভাবে রুখে দিতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গ তা পারেনি। সকলের সংস্কৃতিকে খোলা মনে গ্রহণের উদারতাই বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্নতার অলিখিত কারণ হল কি না, ভেবে দেখা দরকার। ‘যে অর্থনৈতিক অপারগতা বাঙালিকে গড়িয়াহাট, নিউ আলিপুর কিংবা মানিকতলা, গিরিশ পার্কের ফ্ল্যাট কিনতে দেয় না, সেই অপারগতার’ কারণগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী সম্পদ ও জনশক্তিকে সুপরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগানোর ধারাবাহিক উদ্যোগ। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সদিচ্ছা থাকলে, এত দিনে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানো সম্ভব হত।

আনন্দকথা

কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ — এ-সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ কোরে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।

প্রতিবেশী — তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহনের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের জন্মদিন।*

রথ আছে, যাত্রা কই

শঙ্খ অধিকারী

রথের সময়েই যাত্রার বায়নার চল রয়েছে আজও। কলকাতার যাত্রা পাড়া বলে পরিচিত চিৎপুরে এসময় হালখাতার আবহ বিরাজ করত। এদিন থেকেই নতুন নতুন পালার বিজ্ঞাপন, বায়নায় ডিসকাউন্ট এসব থাকতো। তারপর পুজোর আগে থেকে শুরু করে সারা শীতের সন্ধ্যা জুড়ে এখানে ওখানে পড়তো যাত্রার প্যান্ডেল। অসংখ্য যাত্রামোদি মানুষের ভীড়ে গমগম করে উঠতো প্যান্ডেল। ভীড় সামলানোর জন্য ডাক পড়ত স্থানীয় প্রশাসনের। পালাকার, যাত্রা নির্দেশক থেকে শুরু করে অভিনেতা- অভিনেত্রীদের নাম তখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সামাজিক যাত্রাপালা।

প্রতি বছর রথ এলেই মনে পড়ে যাত্রার কথা। আসলে রথ আর যাত্রা যেন একে অপরের পরিপূরক। আসরে আসরে, গ্রামে গঞ্জে যাত্রার মাহাত্ম্য যদিও আর আগের মতো আর নেই, তবুও এই রথের সময়েই যাত্রার বায়নার চল রয়েছে আজও। কলকাতার যাত্রা পাড়া বলে পরিচিত চিৎপুরে এসময় হালখাতার আবহ বিরাজ করত। এদিন থেকেই নতুন নতুন পালার বিজ্ঞাপন, বায়নায় ডিসকাউন্ট এসব থাকতো। তারপর পুজোর আগে থেকে শুরু করে সারা শীতের সন্ধ্যা জুড়ে এখানে ওখানে পড়তো যাত্রার প্যান্ডেল। অসংখ্য যাত্রামোদি মানুষের ভীড়ে গমগম করে উঠতো প্যান্ডেল। ভীড় সামলানোর জন্য ডাক পড়ত স্থানীয় প্রশাসনের। পালাকার, যাত্রা নির্দেশক থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম তখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সামাজিক যাত্রাপালা। পালাকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু বাগ সেসময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী যাত্রাপালায় উঠে আসেন পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথাগত ভাবে শিক্ষা লাভ না করেও তিনি একের পর এক সাড়া জাগানো পালা উপহার দেন। সেসময়ের মানুষের মুখে মুখে ফিরতো তার যাত্রা পালার নাম, অচল পয়সা, রক্তে রোয়া ধান, পদধ্বনি, একটি পয়সা, দিন বদলের ডাক এইসব তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রাম বাঙলার পাড়ায় পাড়ায় যাত্রার এক কালচার গড়ে ওঠে সেই সময়। শুধু কলকাতার নট্য কোম্পানি নয়, গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে শখের যাত্রা দল। গ্রাম বাঙলার আকাশে বাতাসে তখন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ঝড়, সেসময় এই পালা গুলি মানুষের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য গনমাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে বিনোদনের ক্ষেত্রেও যাত্রা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে ছিল। এসময় সন্ধ্যা বেলায় মানুষের তেমন কিছু বিনোদন ছিল না, আজকের টিভি সিরিয়াল সংস্কৃতি তখনো মানুষকে গ্রাস করে নি। সুস্থ বিনোদন চর্চায় যাত্রা সেই বিনোদন দিয়ে গেছে। যাত্রায় বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে শেখার উপাদানও ছিল প্রচুর। যাত্রার এই অভিনয়কে ঘিরে অর্থনীতিও যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এক একটা প্যান্ডেলে দশ পনের হাজার লোকের সমাগম হতো। ধীরে ধীরে এই পালার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে প্রচুর। লাইভ ইন্সট্রুমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে নানা রেকর্ডেড মিউজিক এসেছে, মাইকের ব্যবহার শুরু হয়েছে, চারদিক খোলা মঞ্চ থেকে তিন দিক খোলা হয়েছে, মেকাপ, লাইট-- সব দিকেই পরিবর্তন হয়েছে। বাংলার যাত্রাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছেন অভিনেতা শান্তিগোপাল। তারপর নব্বইয়ের দশক থেকেই নানা করনে ভাটা পড়তে থাকে এই শিল্পে। এর কারন হিসেবে কেউ বলেন, টিভি সিরিয়ালের প্রতি দর্শকদের অধিক আগ্রহ, কেউ বলেন মানুষের রুচির পরিবর্তন, আবার কেউ বলেন সিনেমার অভিনেতাদের যাত্রায় অনুপ্রবেশ। যাত্রা এবং সিনেমা আলাদা দুটি শিল্প মাধ্যম এবং এর চরিত্রও আলাদা, অনেকে বলেন সিনেমার প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে যাত্রার মাটির গন্ধ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মানুষেরাও তাই এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এভাবে বছর কয়েক চলার পর যাত্রা শিল্পের কফিনে পেরেক ঠোকার কাজ করল করোনা কালীন লকডাউন। এইসময় সম্পূর্ণ রূপে বেকার হয়ে গেল হাজার হাজার যাত্রা শিল্পী। সেই দিনের ধাক্কা আজও ঠিকঠাকভাবে পূরন করতে পারেনি এই শিল্প। কিছু বছর আগেও প্রতি বছর রথের দিনে খবরের কাগজ গুলোতে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেখা যেত যাত্রা পালার। আজ সেই বিজ্ঞাপনের বাহুল্য আর দেখা যায় না। তবুও সংখ্যায় কম হলেও কিছু মানুষ দল বেঁধে যাত্রা কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আজও কোথাও কোথাও হয়তো ছোটো আকারে প্যান্ডেল বেঁধে যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সেই প্যান্ডেল ভালো ভাবে পূর্ন হয় না। সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ যেমন একেবারে কমে গেছে, তেমনি যাত্রা প্যান্ডেলেও মানুষ আর ভীড় বাড়াচ্ছে না। সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন, সেখানে আঙুলের এক চাপে হাজারো বিনোদন এক ঝটকায় হাজির। যাত্রা প্যান্ডেলে ভীড় জমানোর লোক কোথায় আর! তবুও আশা জাগে প্রান্তিক কিছু দলগুলোর অভিনয় দেখলে। রাজ্যে বর্ধমান, হুগলি এবং দুই মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু ছোটো খাটো পেশাদারী দল আছে। এরা অল্প টাকায় গ্রামের কোনো উৎসব বা মেলায় যাত্রাপালা পরিবেশন করে থাকে। তা হলেও যাত্রার অতীতের গৌরব তাতে ফিরবে কিনা, তা সন্দেহের। তাহলে গ্রামের প্রাচীন এই শিল্প যা কিনা সেই চৈতন্যদেবের সময় থেকে তার তীব্র অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে, তার কি শেষের শুরু হয়ে গেছে না কি নতুন দের হাত ধরে এই শিল্প আবার প্রান ফিরে পাবে, — শেষ কথা বলবে আগামী সময়।

যোগাসন মানে জীবনের নিশ্বাস, মনের উপলব্ধি

প্রদীপ মারিক

ভগবদ গীতা, স্পষ্টতই হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, এটি সর্বকালের সবচেয়ে বিখ্যাত যোগিক ধর্মগ্রন্থ। যোগ, যোগী, যোগেশ্বর শব্দটি প্রায়শই গীতায় এসেছে। গীতা যোগব্যায়ামের একটি পাঠ। যোগ, ভারত থেকে উদ্ভূত একটি প্রাচীন অনুশীলন, যোগাসন শারীরিক এবং মানসিক সুবিধা দিয়ে একজনকে আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্যও প্রসারিত করে। যোগ আত্ম-প্রতিফলন এবং আত্মদর্শনকে উৎসাহিত করে। মননশীলতার অনুশীলনের মাধ্যমে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি বিকাশ করতে পারে। যোগ আমাদেরকে অতীতে চিন্তা করার বা ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা না করে বর্তমান মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হতে শেখায়। নিয়মিত যোগ অনুশীলন মনকে শান্ত করতে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। শারীরিক নড়াচড়া, শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্যানের সংমিশ্রণ স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শিথিলকরণ প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামকে প্রায়শই একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে দেখা হয়, যা মন, শরীর এবং আত্মার মধ্যে সংযোগকে উৎসাহিত করে। যোগব্যায়াম ভঙ্গি, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ধ্যানে জড়িত থাকার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগকে আরও গভীর করতে পারে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ আত্মার মধ্যে টোকা দিতে পারে। যোগের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাক-বৈদিক যুগে আনুমানিক ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং তারপরে পতঞ্জলির যুগ পর্যন্ত দেখা গেছে। মূল উৎস, যেগুলি থেকে আমরা এই সময়ের মধ্যে যোগ অনুশীলন এবং সম্পর্কিত সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য পাই, তা পাওয়া যায় বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা, জৈন ধর্ম, পাণিনি, মহাকাব্য, পুরাণে। ‘যোগ’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে এবং এর অর্থ শরীরে ও চেতনার মিলনের প্রতীক হয়ে যোগ দেওয়া বা একত্রিত হওয়া। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই) লোগোতে উভয় হাত ভাঁজ করা যোজনকে প্রতীকীকরণ করে, আইওয়াইডি লোগাইউনিয়ন যা সর্বজনীন চেতনা, মন এবং দেহ, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে নিখুঁত সাদৃশ্যর সাথে স্বতন্ত্র সচেতনতার মিলনকে প্রতিফলিত করে। যা স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির। বাদামি পাতা পৃথিবীর উপাদানকে প্রতীকী করে, সবুজ পাতা প্রকৃতির প্রতীক, নীল জলের উপাদানটির প্রতীক উজ্জ্বলতা, আগুনের উপাদানটির প্রতীক এবং সূর্য শক্তি এবং অনুপ্রেরণার উৎসের প্রতীক। লোগোটি মানবতার জন্য সামঞ্জস্য এবং শান্তি প্রতিফলিত করে, যা যোগের সারমর্ম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি , ২০১৪ সালে তার জাতিসংঘের ভাষণে, ২১ শে জুন একটি বার্ষিক যোগ দিবসের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ এটি উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন এবং বিশ্বের অনেক অংশে এটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রাথমিক প্রস্তাবের পর, জাতিসংঘ ২০১৪ সালে ‘যোগ দিবস’ শিরোনামে খসড়া রেজুলেশন গৃহীত হয়। ২১ শে জুন ২০২৪, সকাল ৬.৩০টায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীনগরের SKICC-এ ১০তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ডাল লেকের তীরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রায় চার হাজার মানুষ উপস্থিত হবেন। এই বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হল ‘নিজের ও সমাজের জন্য যোগ’ যা ব্যক্তি ও সামাজিক মঙ্গল বৃদ্ধিতে যোগের দ্বৈত ভূমিকাকে তুলে ধরে। এই যোগাসন অনুষ্ঠানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা, বিদেশি প্রতিনিধিরা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। যোগব্যায়াম বিভিন্ন সময়কাল এবং সংস্কৃতির সাথে বিকশিত এবং অভিযোজিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন স্কুল, শিক্ষক এবং অনুশীলনকারীদের অবদানের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং পরিমার্জন অনুভব করেছে। এর মূল নীতিগুলি সংরক্ষণ করার সময়, যোগব্যায়ামের বিভিন্ন শৈলী এবং পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যা বিভিন্ন চাহিদা এবং পছন্দগুলি পূরণ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় আজ প্রাচীন মুনি ঋষিদের যোগ চর্চা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে পরিণত হয়েছে। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে ভাবে উদ্যোগ নিয়ে যোগ দিবস পালন করে যোগ দিবসের থিম ‘নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য যোগ’ বার্তা দিলেন তা সত্যি একটা নিদর্শন হয়ে রইলো। যোগ শব্দটি সর্বপ্রথম প্রাচীনতম পবিত্র গ্রন্থ ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং যোগ অধ্যয়নের একটি ঐতিহাসিক, শিক্ষাগত এবং ঐতিহ্যগত পটভূমি রয়েছে। মন এবং শরীরের মিলনই হলো শান্ত মন অর্থাৎ শান্ত শরীর। যোগ হল শিল্প ও বিজ্ঞান যা সার্বজনীন চেতনার সাথে স্বতন্ত্র চেতনার একত্রিত হওয়ার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। যোগব্যায়াম একজন ব্যক্তিকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পাশে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, খুশি আবাসিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের বৃদ্ধাশ্রমে বেশ কিছুটা সময় কাটালেন বিজেপি নেতা তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। এদিন তিনি তাঁর কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে যান। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি নেতা অরূপ দিগার, অসিত কুন্ডু, যুব মোর্চার নেতা উপাসক দে সহ অন্যান্য নেতা। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন তিনি। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আমাদের সৌভাগ্য যে এদের সেবা করতে পারছি। এটাকে আমরা

মন্দির বলে মনে করি। কোনও রাজনৈতিক রং নয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে এদের সারা মাসে যে চাল লাগে তা দেওয়ার চেষ্টা করি। এখানে সবাই সুস্থ ও ভালো থাকুন এই কামনা করি।

জানা গেছে, বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে সেবামূলক কর্মসূচি চলছে সাংগঠনিক জেলা জুড়ে। সেই উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুরে হুগলির আরামবাগের আশা বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ। আশ্রমে গিয়ে আবাসিকদের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেন। বিমান ঘোষকে পেয়ে আবাসিকরাও খুব খুশি হয়। এই বৃদ্ধাশ্রমে প্রায় সময়ই বিমান ঘোষ আসেন এবং আবাসিকদের সুবিধা অসুবিধা কথা শোনেন। তিনি নিজে থেকে দিয়ে থাকেন মাসে আবাসিকদের জন্য যতটা পরিমাণ চালের প্রয়োজন। এদিন দুপুরে ১৯ জন আবাসিক ও ৫ জন কর্মীসহ বৃদ্ধাশ্রমের ম্যানেজারের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিজেপি জেলা সভাপতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আবাসিকে থাকা মানুষেরা। বিজেপি নেতা অরূপকান্তি দিগার বলেন, জেলা সভাপতির সঙ্গে এই বৃদ্ধাশ্রমে এসেছিলাম, এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলাম। সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আশ্রমের এক আবাসিক শম্ভুনাথ মাইতি বলেন, আমাদের এখানে বিমানবাবু মাঝেমধ্যেই আসেন, খুব ভালো লাগছে। এখানে এসে আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যান। সবমিলিয়ে এদিন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক বিমান ঘোষকে পেয়ে খুশি বৃদ্ধাশ্রমে থাকা আবাসিকরা।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে মানিকচকের সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস জোটে না গেলেও, মালদার মানিকচকের সমবায় সমিতির নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করে বামেদের পরাজিত করল তৃণমূল। শুধু জোট বেঁধে লড়াই নয়, মানিকচকের একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে রীতিমতো সিপিএমের পাঁচ প্রার্থীদের গোহারা হারিয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট। সোমবার মানিকচকের এই সমবায় সমিতির নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়েন তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের সমর্থকরা। যদিও দলের প্রার্থীদের পরাজয়ের বিষয়ে নিয়ে তেমনভাবে আমল দিতে চায়নি জেলা সিপিএম নেতৃত্ব। দলের জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ধরনের নির্বাচন স্থানীয় স্তরে হওয়ায় বাম কংগ্রেস জোটে কোনও প্রভাব পড়বে না।

উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এসকেইউএস সমবায় সমিতির নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরেই স্থগিত ছিল। ওই সমবায় সমিতির নির্বাচন করার বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ায় এরপরই উচ্চ আদালতের নির্দেশেই মানিকচকের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তাতেই কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল এই সমবায় সমিতি দখল করেছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৬টি আসনে অংশগ্রহণ করেছিল ১২ জন প্রার্থী। যাদের মধ্যে ৪ জন ছিল তৃণমূলের, ২ জন ছিল কংগ্রেসের। ৫ জন ছিল সিপিএমের এবং ১ জন ছিল বাম সমর্থিত নির্দলের প্রার্থী। কিন্তু কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে ওই সমবায় সমিতির ছয়টি আসন দখল করেছে তৃণমূল।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি লোকসভা ভোটের আগে ইন্ডিয়া জোট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অনেকেই দলনেত্রীর সঙ্গে থাকেননি। তৃণমূল নেত্রীর জোট সমর্থনের পাশে থাকলে হয়তো এই রাজ্য থেকে বিজেপি শূন্য হয়ে ফিরত। সমবায় সমিতির নির্বাচনের ফলাফল তা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে। একক সংখ্যায় সিপিএম প্রার্থী দিয়েও একটি আসনেও জিততে পারেনি। দীর্ঘদিন পর মানিকচকের এসকেইউএস সমবায় সমিতির জয় হয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের। কাজেই তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়াই করলে কোনও অসুবিধাই হবে না।

যদি ওই প্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা জানিয়েছেন, এককভাবে লড়লেও আমরা ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছি। যদিও এখানে দলের কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রার্থীদের ব্যক্তিগত প্রাধান্য রয়েছে।

সুব্রত কাপে মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করায় খুশি আরামবাগের ক্রীড়াপ্রেমীরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ভারতের প্রাচীনতম আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট সুব্রত কাপ। এই বছরের সুব্রত কাপের ৬৩ তম পর্ব। ৬৩ তম হুগলি জেলা বিদ্যালয় সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় আরামবাগের পারুল রামকৃষ্ণ সারদা উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশালাক্ষ্মী মাতা ক্লাব ক্রীড়া প্রাঙ্গণে। অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বালক ও ১৭ বছর বালক-বালিকা বিভাগের খেলা হয়। আয়োজক হুগলি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ। এই খেলায় সহযোগিতায় আছে জেলা শারীর শিক্ষা ও যুব কল্যাণ দপ্তর। ব্যবস্থাপনায় আছে সাব ডিভিশনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস। এদিন মোট দশটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে মহিলা ফুটবল দলের রয়েছে বলে জানা গেছে। খেলার উদ্বোধন করেন আরামবাগের মহকুমাশাসক সুভাষিণী ই। অনূর্ধ্ব ১৫ বালক বিভাগে সিঙ্গুর মহামায়া হাইস্কুল (ইংলিশ) ১-০ গোলে বেগমপুর হাইস্কুলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বিভাগে টাইব্রেকারে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ৪-৩ গোলে কানাইলাল বিদ্যামন্দিরকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগে পারুল রামকৃষ্ণ সারদা হাইস্কুল ১-০ গোলে ইটাচুনা সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের মহকুমা শাসক, মহকুমা যুব আধিকারিক ও আয়োজক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের সম্পাদক সজল তাঁতি, সহসম্পাদক তনুশ্রী দে শেঠ এবং

জেলা ও মহাকুমার বিভিন্ন পদাধিকারীরা। উল্লেখ্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্পোর্টস এডুকেশন সোসাইটির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনা এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। ১৯৬০ সাল থেকে এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হচ্ছে। প্রথন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয়। তিনি একদম প্রাথমিক স্তরে খেলার উন্নতি সাধন করার জন্যই এই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের প্রস্তাব এনেছিলেন। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়েই এই টুর্নামেন্টের নামকরণ সুব্রত কাপ করা হয়। জেলা সুব্রত কাপের সম্পাদক সজল তাঁতি বলেন, হুগলি জেলার চারটি মহকুমা মিলে ৪০০ কাছাকাছি স্কুল অংশগ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে খেলা হওয়ার পর এদিন মোট দশটি দল খেলছে। অপরদিকে ক্রীড়া প্রেমী নির্মলেন্দু অধিকারী বলেন, ছেলে মেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হলেও এখনও বহু ছাত্র ছাত্রী খেলাধুলা করছে। তাই এই সব প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিশিষ্ট শিক্ষিকা অনিন্দিতা কুন্ডু বলেন, সুব্রত কাপে হুগলি জেলার বিভিন্ন স্কুল অংশ নেয়। দুটো মাঠে খেলা হচ্ছে। দুটো মহিলা ফুটবল দল রয়েছে। ফুটবল খেলায় এটা খুব ভালো দিক। সবমিলিয়ে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল বেশ তুঙ্গে।

অবৈধ মাটি ও বালি পাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: অবৈধ মাটি ও বালি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ নিল জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতি। সোমবার হঠাৎ করে জামুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সিদ্ধার্থ রানার নেতৃত্বে ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ শেঠ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ অনিমেষ ব্যানার্জি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ উদীপ সিং, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কৌস্তব চক্রবর্তী, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধসল মোড়ের কাছে তারা দুটি মাটি বোঝাই ডাম্পার আটক করেন।

কোনও বৈধ কাগজপত্র না থাকায় গাড়ি দুটিকে এবং গাড়ি চালককে কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ির হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার এই ধরনের অভিযান চালিয়ে চারটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টরও আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক সেই জায়গায় একটি গাড়ি ওজন করার কাটার আড়ালে চলছিল অবৈধ বালি কারবার। খবর পেয়ে সেখানে যান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যরা। সেখানে গিয়ে তারা লক্ষ্য করেন প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার সিএফটিরও বেশি অবৈধ বালি মজুত করা রয়েছে। খবর পেয়ে ভূমি দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। এই বিষয় নিয়ে জামুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ উদীপ সিং জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কড়া নির্দেশ আছে যে কোনওভাবেই কোনও অবৈধ কাজ এলাকায় হতে দেওয়া যাবে না। সেইমতো তারা এলাকায় কড়া নজর রেখেছিলেন। কিছু অসাধু ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে বা কখনো দিনের আলোয় মাটি ও বালি পাচার করছিল। উদীপবাবু জানান, যে ধসল মোড়ে খাস জায়গা দখল করে গাড়ি ওজন করার কাটা তৈরি করা হয়েছে সেই কাটার আড়ালে একটি ইটভাটায় প্রচুর পরিমাণে অবৈধ বালি মজুত রয়েছে। সেই বালি কিভাবে সেখানে এল এবং এই অবৈধ বালি মজুতে কারা যুক্ত সেই বিষয় নিয়ে তদন্ত করার জন্য ভূমিরাজস্ব দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H17299240821015216 & H17299240821015216L	1. সঞ্জীব দাস, ঋণগহীতা হিসাবে 2. উর্মিলা মিত্র, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে 3. মেসার্স কানন জুয়েলার্স (ইহার মালিক সঞ্জীব দাস মাধ্যমে), সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	অনুসূচি – I সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : ''রাধাকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ-II'' নামের ও বিদিত ইমারতের তিন তলায় প্রায় 720 বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 3-এর সঙ্গে একত্রে, কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, টপ ফ্লোরের ছাদ, কমন স্পেস, ড্রেন, লিফ্ট, স্যানিটারী চেম্বার, জলের ট্যাঙ্ক, মোটর পাম্প, পাইপ লাইন ইত্যাদি আছে। আর যেটা ডানকুনি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 18 অধীনে হুগলী জেলাতে ডানকুনি থানার অন্তর্গত মৌজা – কালিপুরে এল.আর. খতিয়ান নং 37/5, 37/6 এবং 37/7, জে.এল. নং 99 অধীনে এল.আর. দাগ নং 490'র অনুরূপ আর.এস. দাগ নং 426'র প্রায় 17.56 দশমিক অংশ গড়া পরিমাপের জমির প্লটে বা উপরে গড়ে উঠেছে এবং নির্মিত হয়েছে। চতুসীমা: পূর্ব – ফ্ল্যাট নং 6; পশ্চিম – ফ্ল্যাট নং 1; উত্তর – ওপেন স্পেস; দক্ষিণ – সিঁড়ির দিকে যাওয়া কমন প্যাসেজ	08-04-2024	01/04/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ20,83,586.24/-	19-06-2024 প্রতীকী দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 25.06.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নুতনহাট, থানা রোড, গ্রাম ও পোস্ট- কান্দি রাধাবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭
ই-মেইল: k5160@indianbank.co.in এবং cossimbazar@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৫.০৭.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর **৬৫,৫০,৭৮৪.২৫ টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত চুরাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ৪৪,৩৫,৬২২.৭৫ টাকা + ২১,১৫,১৬১.৫০ টাকা) ২৪/০৬/২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স রানা এগ সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- রানী বেগম মন্ডল)**, গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭- এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স রানা এগ সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- রানী বেগম মন্ডল),** গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: শ্রী জাহাঙ্গীর মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার/স্বত্বাধিকারী: রানী বেগম মন্ডল,** স্বামী- জাহাঙ্গীর মন্ডল, গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার: জনাব আলাউদ্দিন মন্ডল** পিতা- প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল, গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ খ) **কান্দি শাখা**	মৌজা- শিবরামতি প্লট নং ১০ ও ১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৩২, ২০৭৯, ৭৪০, হাল খতিয়ান নং ২৭৮৫, জে.এল. নং. ৮৭ এ জমি এবং তদুপরি নির্মাণের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ৩.৮৩৩৩ ডেসিমেল, ১৯/৩৫ কান্দি, মোহনবাগান রোড, পোস্ট ও থানা- কান্দি, ওয়ার্ড নং ১, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ- বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ৪৬৩/২০০৭ তারিখ- ০২.০৮.২০০৭, সম্পত্তিটি এডিএসআর কান্দিতে **শ্রী জাহাঙ্গীর মন্ডল** পিতা-প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল **-এর নামে নিবন্ধিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - জাহাঙ্গীর মণ্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মন্টু সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- চাটাই সেখ এবং রাউরান সেখের সম্পত্তি, পশ্চিম- ইজমালি পিসিসি রোড দ্বারা।	**৬৫,৫০,৭৮৪.২৫ টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত চুরাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ৪৪,৩৫,৬২২.৭৫ টাকা + ২১,১৫,১৬১.৫০ টাকা) ২৪/০৬/২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	ক) **২০.১০ লক্ষ টাকা ( )** (কুড়ি লক্ষ দশ হাজার টাকা) খ) **২.১০ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30203859968** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **বাস্তবিক দখল**

সম্পত্তি IDIB30203859968 -এর কিউআর কোড

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি-১ | সম্পত্তির ছবি-২ | সম্পত্তির ছবি-৩ | সম্পত্তির ভিডিও | ই-অকশন ওয়েবসাইট | ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১৫.০৭.২০২৪; সময় : দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.০৬.২০২৪
স্থান : কান্দি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বৈঁক আঁফ ইংডিয়া Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া, মাচানতলা
ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, বাঁকুড়, পিন - ৭২২১০১
মোবাইল নং : ৯১-৮৬৯৫৬২৪২০৫
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী/স্বত্ব দখলীকৃত এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে** নিম্নে বর্ণিত বকেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/ দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	দাবি নোটিশের তারিখ বকেয়া পরিমাণ (লাখ টাকায়) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি জমার শেখ তারিখ
মেসার্স রিয়েলসান ইনফ্রা প্রোজেক্ট প্রা লি. এম ডিরেক্টর : পলাশ মাইতি ডিরেক্টর : সুদর্শন সন্ধাকী এবং বিশ্বজিৎ সন্ধাকী জামিনদাতাগণ : ১. পলাশ মাইতি ২. সমরেশ বেরা ৩. বিশ্বজিৎ সন্ধাকী ৪. অপরেশ বেরা ৫. সুদর্শন সন্ধাকী হলদিয়া শাখা	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সমরেশ বেরা এবং অপরেশ বেরা সম্পত্তির তপশিল : (সম্পত্তি শ্রী সমরেশ বেরা এবং শ্রী অপরেশ বেরার নামে।** উভয়ের পিতা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বেরা)। **জমির এরিয়া :** আনুমানিক ১৪.০০ ডেসিমেল। **সম্পত্তির ঠিকানা :** গ্রাম এবং মৌজা : হাঁসগেড়িয়া,জেএল নং ৮৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৯৯, ৫০০, এলআর খতিয়ান নং ৯৭০, ৯৭১, বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : নন্দকুমার,জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৪৩। সম্পত্তি ৬ ফুট চওড়া গ্রামীণ পিসিসি সড়ক দ্বারা বিভাজিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (প্রকৃত) :** উত্তরে : নন্দকুমার পাত্রর ভবন, দক্ষিণে : লক্ষ্মীকান্ত বেরার খালি জমি, পূর্বে : লক্ষ্মীকান্ত বেরার খালি জমি, পশ্চিমে : গ্রামীণ পিসিসি সড়ক।	২৯.০৫.২০১৯ ১৫৮.৯২ লাখ টাকা ২৪.০৯.২০১৯	সংরক্ষিত মূল্য : ২৮.৯৮ লাখ টাকা ইএমডি : ২.৯০ লাখ টাকা ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ০০.২০ লাখ টাকা	ই-নিলামের তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ সহ ইএমডি এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময় (অনলাইন) : ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টের মধ্যে

১. **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৯.০৮.২০২৪ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
২. **ইএমডি এবং নথিতথ্যাদি জমার শেষ তারিখ এবং সময় ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
৩. ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতাদের অবশ্যই তাদের বিস্তারিত পরিষেবা প্রদানকারী **https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jspwell** তে নথিভুক্ত করতে হবে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে। ইচ্ছুক দরদাতাদের শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp** এবং জামিনদত্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্কটি দেখুন। আগ্রহী দরদাতারা যাদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড করা, বিড জমা দেওয়া, ই-বিডিং প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য সহায়তা প্রয়োজন, তারা **www.mstcecommerce.com**-এ এবং সেন্ট্রাল হেল্পডেস্ক নম্বর ০৩৩-২২৯০১০০৪-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৪. দরদাতা **https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করবেন এবং কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোড করবেন এবং পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাই করার পরে, ইএমডি এনইএফটি/স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা করতে হবে **https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** থেকে চালান তৈরির পরে।
৫. যেকোন সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য, দরদাতারা **শ্রী কুমার মানস-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, মোবাইল নং ৯০৫০৩২২৯২১/৯৭৩৪১০২০৩২ ইমেল আইডি bmbank1500@centralbank.co.in,** অফিস চলাকালীন যেকোনো কর্মদিবসে।
৬. যদি ব্যাঙ্ক/অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়কৃত সুরক্ষিত সম্পত্তির প্রকৃত দখল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়, নিলামের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে, নিলাম ক্রেতার দ্বারা জমাকৃত অর্থ ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হবে যদি অনুরোধ করা হয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলামের তারিখের আগে আপ টু ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যর্থ হলে সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, সুদ ও খরচ সহ আদায়ের জন্য।

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : বাঁকুড়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আদালতের নির্দেশে ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট পরবর্তী হিংসার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গ্রাম ছাড়া হয়েছিল আদালতের নির্দেশে এবার তাদের ঘরে ফেরানো শুরু হল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভার হাড়োয়া ব্লকের বালতিয়া গাড়াগাড়ি সহ গ্রামের বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গ্রাম ছাড়া হয়েছিল। এবার তাদের ঘরে ফেরানোর কাজ শুরু করল প্রশাসন। ইতিমধ্যে আদালতে মামলা হওয়ার পর আদালতের নির্দেশে হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘরে ফেরানোর শুরু করল। প্রায় ১৫ জন বিজেপি মহিলা ও পুরুষ কর্মী সমর্থকরা তারা প্রথমে হাড়োয়া থানার আসেন। পুলিশ আধিকারিক তাপস ঘোষের উদ্যোগে তারা গ্রামে ফিরতে পেরে রীতিমতো খুশি। যদিও ঘর ছাড়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিষয়টি বিজেপির নাটক বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা মিলন সরদার। তিনি বলেন, কোনও তৃণমূল নেতা কোনও বিজেপিকে ঘরছাড়া করেনি। বিজেপি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। সব মিলিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে সরগরম বসিরহাটের রাজনীতি।

সিঙ্গুরে বামেদের দখলে থাকা সমবায় সমিতিও জিতে নিল শাসকশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: বিধানসভায় শূন্য, লোকসভাতেও শূন্য। পুরসভা বলতে একমাত্র তাহেরপুরেই সিপিএম রয়েছে। এবার পঞ্চায়েতেও ধ্বস নামানো শুরু করল তৃণমূল। দীর্ঘ তিন দশক যে সমবায় সমিতিতে লাল পতাকা উড়েছে, এবার সেখানে সবুজ, ঘাসফুলের ছড়াছড়ি। বামেদের দখলে থাকা সমবায় সমিতিও জিতে নিল শাসকশিবির। রবিবার সিঙ্গুরের গোবিন্দপুর সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির নির্বাচন ছিল। যে ভোট নিয়ে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। এমনই অশান্তি বাধে যে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামলায়। ভোটের ফলাফলে সেখানে দেখা গেল শুধুই তৃণমূল সমর্থকদের জয়। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে ছাপ্পা ভোট করিয়েছে তৃণমূল। এমনকী বিরোধীদের মারধর করে বুথ থেকেও বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও নির্বাচন শেষে ফল ঘোষণা হয়। ৩৫ বছর ধরে বামেদের দখলে থাকা গোবিন্দপুর সমবায় সমিতি যায় তৃণমূলে। ১৯৮৯ সাল থেকে যখন প্রথম সমিতি গঠন হয়, তখন থেকেই এখানে লাল পতাকার দাপট। ২০১৮ সালে ৪৫টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন পায় বামেরা। ১২টিতে তৃণমূল জেতে। তবে এবারের সমবায় ভোটে ৪৫-এ ৪৫ পেল তৃণমূল। সমবায় এখন তাদের। জিতে বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বরং সিঙ্গুরের শাসকনেতা বেচারাম মান্না বলেন, 'গোবিন্দপুরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে আমরা ৪৫-০ ভোটে জয়ী হলাম। এখানে সিপিএম এবং বিজেপি রামধনু জোট গড়ে লড়েছিল। তাদের জোটও তৃণমূলকে হারাতে পারল না। আমরা ৩৫ বছর পর সিপিএম বিজেপির থেকে বোর্ড ছিনিয়ে নিলাম।' যদিও স্থানীয় সিপিএম নেতা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ব্যাপক ছাপ্পা হয়েছে। ভোটই দিতে দেয়নি। ওরা নিজেদের মনের মতো করে ভোট দিয়েছে। সিঙ্গুর থানার একটি সমবায় বামপন্থীদের হাতে ছিল, সেই সমবায় ছিনিয়ে নিতেই এত কিছু।'

পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুলকার, মৃত পুলকার চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সোমবার সাত সকালে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুলকার। মৃত পুলকার চালক। অন্ডাল থেকে দক্ষিণখন্ডের দিকে আসছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার জন্য। সৌভাগ্যবশত দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিল না কোনও ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু দুর্ঘটনার বিষয় সাংঘাতিকভাবে গুরুতর জখম হন পুলকার চালক। তাকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলকার চালকের নাম চন্দন ভান্ডারী বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অন্ডাল দক্ষিণখন্ড রাস্তার উপর দক্ষিণখন্ড পেট্রোল পাম্পের কাছে। উখড়া দিক থেকে দক্ষিণখন্ডের দিকে যাওয়া একটা বড় গাড়ির সামনাসামনি তাকে ধাক্কা মারলে ঘটে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় পুলকাদের সামনে অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ রাস্তার ওপর থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পুলকারটিকে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে। অন্যদিকে ঘাতক গাড়িটি পলাতক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দক্ষিণখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কান্ত বাউরি। তিনি বলেন, খবর শুনেই তিনি এখানে এসেছেন। একটি স্কুলের গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। তবে কিভাবে কোন গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘাতক গাড়িটির শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

ভ্যান চালকের মৃত্যু ঘিরে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত ফুলবেড়িয়া গ্রামে এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। এমনকী পথ অবরোধ করতেও দেখা যায় বাঁকুড়া-দুর্গাপুর এসএইচ নাইন রাজ্য সড়কে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃতের নাম দিলীপ বাউড়ি। জানা গিয়েছে, রবিবার এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের সঙ্গে টোটো চালকের প্যাসেঞ্জার নিয়ে বচসার জেরে প্রাণ হারান ইঞ্জিন ভ্যান চালক। বচসার মাঝে হঠাৎই টোটো চালক লাঠি দিয়ে ইঞ্জিন ভ্যান চালকের মাথায় আঘাত করে এবং তার ফলে মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে এলাকার এক বাসিন্দা ছবি দেবী জানান, 'ভাড়া নিয়ে প্রথমে বচসা হয় তাদের মধ্যে। তারপর দিলীপ বাউড়িকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে টোটো চালক অভিজিৎ বাউড়ি। তাঁর পরিবারে সেই একমাত্র উপার্জিত ব্যক্তি। তাই আমরা চাই, দোষীর শাস্তি হোক এবং মৃতের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

এদিকে আবার এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পথ অবরোধের ডাক দেন স্থানীয় বাউড়ি সমাজের নেতা বাপি বাউড়ি। যার ফলে ব্যস্ত সময়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তিনি জানান, 'নিজের আত্মীয়কে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন দিলীপ বাউড়ি। কিন্তু সেই সময় অভিজিৎ ভাবে তাঁর প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিন ভ্যানের চালক দিলীপ। এই নিয়ে বচসার ফলে দিলীপকে মাথায় আঘাত করে অভিজিৎ। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, কোনও লাভ হয় না। তাই আমরা এখন পথ অবরোধ করে পুলিশের আছে আবেদন জানাচ্ছি, ওর ফ্যামিলিটা যেন বেঁচে যায়'। পথ অবরোধের জেরে দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে, সেখানে পথ অবরোধকারী বাপি বাউড়ির সঙ্গে তাঁদের বচসা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা অবরোধ তুলে নেয়। সেই সময় বড়জোড়া থানার পুলিশ ও বড়জোড়া ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতাই যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দি গ্রোব টি কোং লিঃ

রেজিঃ অফিস: "হাউট স্ট্রিট" ১০ম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬ **দূরভাষ নং:** +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com
CIN : L74110WB1895PLC000963

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১২৪ এবং ১২৫ এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('দ্য আইইপিএফ রুলস') সময়ে সময়ে সংশোধিত মতো এর রুল ৬(৩)(এ) অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে।

আইইপিএফ বিধিমালার পরিপ্রেক্ষিতে, গত সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে সমস্ত শেয়ারের লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া হয়নি, সেই সমস্ত শেয়ারগুলিকে নির্ধারিত তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে পারে, তারা লক্ষ্য করতে পারেন যে তাদের দ্বারা ধারণ করা কোম্পানি মূল শেয়ার শংসাপত্রের (গুলি) পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার (গুলি) স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এবং এই ধরনের নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করার পরে তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

আইইপিএফ বিধিগুলির বিধান অনুসারে, কোম্পানি সেই শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানাগুলিতে পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, আর্থিক বছর ২০১৬ - ২০১৭ এর জন্য আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ এর কাছে স্থানান্তরণ শেয়ারের বিবরণ প্রদান করে যাদের লভ্যাংশ গত সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত/দাবিহীন হয়ে পড়ে আছে।

আইইপিএফ রুলস এর ৬(৩)(এ) রুলস অনুসারে, যাদের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবি করা হয়নি বা অপরিশোধিত রয়ে গেছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে, শেয়ারহোল্ডারদের তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি- ক্লায়েন্ট আইডি সহ কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের নাম আপলোড করেছে **www.grobtea.com** ওয়েবসাইটে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই, এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, আইইপিএফ নিয়মে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) ইস্যু করার জন্য পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে তাদের দাবি না করা/অপরিশোধিত লভ্যাংশের পরিমাণ(গুলি) দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যদি কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পায়, তাহলে কোম্পানি আইইপিএফ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা সহ মেনে চলে, শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।

কোনো দাবি বা প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের ৮৬এ, হাউট স্ট্রিট তপসিয়া রোড, ১০ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ -তে কোম্পানির সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে; ফোন নম্বর ০৩৩ - ৪০০৩ - ১৩২৫/২৬, ইমেল আইডি- **grobtea@rawalwasia.co.in**।

গ্রোব টি কোং লিঃ -এর পক্ষে
(চিত্রা জয়সওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪

GPT
জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : L70101WB1989PLC047402
রেজিস্টার্ড অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক
কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in
ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বই বন্ধ সম্পর্কে তথ্য

শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে অবগত হোন জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের (কোম্পানি)এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম/সভা) অনুষ্ঠিত হবে **বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ বেলা ৩ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিশুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত(এমসিএ) তৎসহ পঠিত অন্যান্য সার্কুলার সমূহ এমসিএ দ্বারা ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) উল্লেখ্য সর্বশেষ সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/ ২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩, তৎসহ পঠিত সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত অন্যান্য পূর্বের সার্কুলারগুলি (সেবি সার্কুরাসমূহ) এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থানগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য। সংশ্লিষ্ট এজিএম অধিবেশন সম্ভাব্যভাবে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এজিএম চলাকালীন ভিসি সুবিধা এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে।

উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর নোটিশ সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (গুলি) সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত আছে এবং এটিও উপলব্ধ থাকবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.ilshospitals.com**, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** যাইহোক, এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪-এর নোটিশের কোনো ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের পাঠানো হবে না।

ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার/হাল নাগাদ করার পদ্ধতি

- যে-সব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধরা আছে, যাঁরা কোম্পানিতে নিজেদের ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ করতে কোম্পানির কাছে ফোলিও নম্বরের বিস্তারিত-সহ লিখে জানাতে, সঙ্গে স্ব-প্রত্যয়িত প্যানের কপিও গেঁথে দিয়ে এখানে **gil.cosec@gptgroup.co.in** বা আরটিএ-র কাছে এখানে **kolkata@linkintime.co.in**
- যে-সব সদস্যের কাছে শেয়ার ডি-মেটিরিয়ালাইজড মোডে আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে।

ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি

- শেয়ারহোল্ডারদের সুযোগ থাকবে রিমোট ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিসে বিধৃত কার্যাদির ওপর তাঁদের ভোট প্রদান করার।
- ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য পরিচয়পত্রাদি লগইন ই-মেলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রাপ্তব্য হবে।
- ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোটদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম -এর নোটিসে দেওয়া থাকবে।

ডিভিডেন্ড প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধ

পরিচালনা পর্ষদ ২১ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায়, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ১০ টাকা মূল্যের উপর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি @ ১.৫০ টাকা (১৫ শতাংশ) ইক্যুইটি শেয়ারের উপর চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছিল। লভ্যাংশটি তাই সুপারিশ করা হয়েছে বোর্ড কর্তৃক, যদি সদস্যদের দ্বারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হয়, তাহলে সেই সদস্যদের (ক) যাদের নাম বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থিত হবে তাদের সংবিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে অর্থ প্রদান করা হবে। ইলেকট্রনিক (ডিম্যাট) ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা সরবরাহ করা সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় রেকর্ড তারিখ (কাট অফ) এবং (খ) যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে ১৮ জুলাই, ২০২৪, বৃহস্পতিবার উপস্থিত হবে, ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ব্যবসায়িক সময় বন্ধ হওয়ার পর কোম্পানির কাছে দায়েরকৃত বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলি কার্যকর করার পরে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ১৯ জুলাই, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ পাওয়ার আবশ্যিক নিবন্ধনের পদ্ধতি

শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (ডিম্যাট ধারকদের জন্য) বা কোম্পানি/আরটিএ (ফিজিক্যাল ধারকের জন্য) স্বাক্ষরিত অনুরোধের অনুলিপি সহ ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং বাতিল করা চেকের পাতা উল্লেখ করে।

লভ্যাংশ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসে কর (টিডিএস) সাপেক্ষে।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং -এ৩১৮৩৩

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ জুন ২০২৪

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬

শেষ অবগতকরণ

প্রতি,
১. **পবন রামচন্দ্র প্রসাদ**, পিতা রামচন্দ্র প্রসাদ, সাকিন সারদাপল্লি রেলপাড়, দুর্গাপুর, পিন : ৭১৩৪১৮।
আরও : ভগৎ সিং নগর, নং ১ লিঙ্ক রোড, রেনুকা মন্দিরের নিকট, মোতিলালনগর, গোরেগাঁও পশ্চিম, মুম্বই : ৪০০১০৪, মহারাষ্ট্র।
আরও ঠিকানা : পবন রামচন্দ্র প্রসাদ, প্রোপ্রাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, জি এম এন্টারপ্রাইজেস, ৭০২/৭, সুপিরিয়র লেক,লেক হোমস, হিরানন্দানি, পোয়াই, আন্ধেরি (পূ), মুম্বই : ৪০০১০৪ মহারাষ্ট্র।
বিষয় : লোন অ্যাকাউন্ট পবন রামচন্দ্র প্রসাদ নং এ/সি নং ২১১৬৩০১০০০০৩১৫৬ অধীনে বাজেয়াপ্ত গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির তালিকা সংগ্রহের বিজ্ঞপ্তি।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমাদের পত্র তারিখ ৩১.০৮.২০২৩, ১৩.০২.২০২৪ অনুযায়ী আপনাকে লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে বন্ধকদত্ত সম্পত্তি আপনার সঙ্গে **স্বত্ব দখলীকৃত** হয়েছে ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে যেখানে আপনার যাবতীয় দ্রব্যাদি সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এতপর্যন্ত আপনার দ্রব্যাদি আপনি সরিয়ে নেননি।

সুতরাং, আবারও আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনার গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যার তালিকা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তুত করা ২৮.০৮.২০২৩ তারিখের তালিকা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার '৭' দিনের মধ্যে অপসারণ করতে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট এসাব/সিডি এ/সি তে জমা করা হবে।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই আপনার সংশ্লিষ্ট গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি হারিয়ে গেলে/ক্ষতি হলে দায়ী হবে না।

ধন্যবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু **লোন এ/সি নং : ৪১৯৯৭৫১১০০০০০১৬**

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.১০.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক পাল** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,৮৫,১৪৮.৬১ টাকা এবং ইউসিআই (নয় লাখ পঁচাশি হাজার একশ আটচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা** এবং অধার্য সুদ সহ) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২১ জুন ২০২৪ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৯,৮৫,১৪৮.৬১ টাকা এবং এনপিএ এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত পরিমাণ ব্যতীত আদায়দান সাপেক্ষ।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং ১৫৮৮, জেএল নং ১৬৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭০৩৭, নগর : কালনা পুরসভা, ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৮৩০/১, বা টাউন সার্ভে রেজিস্ট্রেশন সাব জেলা কালনা, এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুপসভা সড়ক, দক্ষিণে : কৃষ্ণেন্দু পালের ভবন, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : বাবু চ্যাটার্জির সম্পত্তি।

তারিখ- ২১.০৬.২০২৪
স্থান- কালনা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ইমেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**১. বিকাশ ঠাকুর** **২. বিবেক ঠাকুর** উভয়ের পিতা জগদীশ ঠাকুর **ঠিকানা :** হটন রোড, পদ্ম তালাব, আসানসোল, পো : আসানসোল, থানা : আসানসোল (দ.), জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০১। **আসানসোল শাখা**	**ক) ০২.০২.২০২৪** **খ) ১৯.০৬.২০২৪** **গ) ২,৫০,২২৯.৩১ টাকা** (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম** **১) বিকাশ ঠাকুর, ২) বিবেক ঠাকুর** উভয়ের পিতা জগদীশ ঠাকুর, সাকিন : হটন রোড, পদ্ম তালাব, আসানসোল, পো : আসানসোল, থানা : আসানসোল (দ), জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন (দোকান) : বিক্রয় দলিল নং ১-২৬৯৩/২০১৭, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, এরিয়া -১২৬ বর্গফুট, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৯৪৪৫, ৯৪৪৬ এবং ৯৪৪৫/৯৫২৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪৬৫৭ এবং ৩৪০০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ১/৪৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : "উষা অ্যাপার্টমেন্ট" এর অবশিষ্ট অংশ , পূর্বে : "উষা অ্যাপার্টমেন্ট" এর অবশিষ্ট অংশ , পশ্চিমে : ডা. এম এন সাহা রোড।

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জি.পি.ও.-র বিপরীতে)
শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা) - ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বরহনস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) - ২৪, ১৬, নর্থ এভি, কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৬

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা জিআইসিএইচএফ লি.-এর পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করে আবাসিক প্রাঙ্গণ/ফ্ল্যাট বা আবাসিক সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ কেনার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করেছে। ঋণের পরিশোধ অনিয়মিত এবং ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে অ্যাকাউন্টগুলি শেষ পর্যন্ত নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা তাই সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তার অধিকারগুলিকে আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাদের এই চাহিদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) ২০০২-এর বিধি ৩, পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় পর্যন্ত বকেয়া ভারসাম্য মূল্যের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ, দণ্ডিত সুদ এবং চার্জ সহ, এতে ব্যর্থ হলে আমরা ধারার অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে পারি উল্লিখিত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে।

আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে উল্লিখিত আইনের উপ-ধারা ১৩ অনুসারে, আপনি জিআইসিএইচএফএল-এর কাছ থেকে লিখিত সম্মতি না নিয়ে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, ইজারা বা অন্যথায় দিতে পারবেন না, এতে ব্যর্থ হলে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন উক্ত আইনের ধারা ২৯ অধীনে।

নোটিশটি জিআইসিএইচএফএল-এর অধিকারের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, আইনের অন্য কোনও প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এমন অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক যে নোটিশ জারি করতে এবং উপরোক্ত আইনের উপধারা ১২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং/ শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১	**শ্রী উত্তম দাস, শ্রীমতি সোমা দাস WB0700610001995 WB0700110003164 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৮১৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্লট নং ২৬৭৭, ২৬৭৬, ভবনের নাম : অগ্নিশা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য়তল, হাউস নং এফ-৪, হোল্ডিং নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৩৪, স্ট্রিট নাম : মুখার্জি পাড়া লেন, থানা : শ্রীরামপুর, ওয়ার্ড নং ০৩ অধীন, পিন : ৭১২২০১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুর নিকাশি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মুখার্জি পাড়া লেন,পশ্চিমে : ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।	২৮.০৩.২০২৪	**২১,৭৩,৬৫৯/-**
২	**শ্রীমতি শিপ্রা সর্দার, WB0700610003391 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত সিএস প্লট নং ৪৩৭পি এসপি -৪১১, ইপি নং ২০৯, ৪র্থতল, প্লট নং কেএমসি এডিডি- ৮৭/১২/৩৫২ই,স্ট্রিট নাম : রাজা এস সি চন্দ্র মল্লিক , স্ট্রিট নং জেএল -৩২, মৌজা : নাকতলা,থানা : নেতাজি নগর, পিন : ৭০০০৪৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : অংশ প্রেম-৮৭/১২/৩৫২ই,রাজা এস সি , পূর্বে : স্বপন দাসের ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।	২৮.০৩.২০২৪	**১২,৮১,৯৪৩/-**
৩	**শ্রী সমীরণ চ্যাটার্জি, শ্রীমতি মেঘনা চ্যাটার্জি, WB0700610002304 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৪১৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দাগ নং ২০১, ২০২ এবং ২০৩, খতিয়ান নং১৯০, ভবনের নাম : রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থ তল, প্লট নং ৬৩এ, স্ট্রিট নাম : ইব্রাহিম রোড, থানা : যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ৯৬, পিন : ৭০০০৩২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩৭/৪ ইব্রাহিম রোড, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া রোড, পূর্বে : ৬৩বি ইব্রাহিম রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া রোড।	২৮.০৩.২০২৪	**৫,৪৬,৩২৯/-**
৪	**শ্রী পলাশ দে, শ্রী রজত কুমার দে, WB0700610002290 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৫৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দাগ নং ১৩৮৬, খতিয়ান নং ২৭২৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৮৬, জেএল নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৩৪, একতলা,প্লট নং ৩৩২, মৌজা : জয়কৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং ১৬ অধীন, থানা : চাকদহ। পিন : ৭৪১২২২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া রোড, পূর্বে : রতন দে এবং অন্যান্যর ভবন,পশ্চিমে : নারায়ণ চন্দ্র পালের ভবন।	২৮.০৩.২০২৪	**৭,৯২,২০৬/-**
৫	**শ্রীমতি নিশা সিং WB0700610002498 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	ফ্ল্যাট নং ১-বি,২য়তল, পরিমাণ ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৭০বি,ডা. এ কে পাল রোড,মৌজা : গঙ্গারামপুর,জেএল নং ৫, তৌজি নং ৩, আরএস নং ১৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪, দাগ নং ১০, ওয়ার্ড নং ১২৮ অধীন, থানা : পর্ণশ্রী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৩৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৭০সি, ডা. এ কে পাল রোড,পূর্বে : পুর নিকাশি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া ডা. এ কে পাল রোড।	১৬.০৪.২০২৪	**২৪,২৯,০৩১/-**
৬	**শ্রীমতি কুমকুম সব্যসাচী চক্রবর্তী, শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী, WB0700610002772 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৮৯৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮ এবং ১৫৯/৪২৬,খতিয়ান নং ২৬৩১, ২৬৩৩, ২৬৩৪, ২৬৩৫, ২৬৩৬, ২৬৩৭, তৌজি নং ১০৯, জেএল নং ৩৬, ভবনের নাম : প্রাইম্যাক সুকৃতি, ফ্ল্যাট নং ২২এ, টাইপ -এ, ব্লক নং -২, ৩য়তল, হোল্ডিং নং ১০২, হরমোহন ঘোষ স্ট্রিট,ওয়ার্ড নং ১৮ অধীন,থানা : সোনারপুর, পিন : ৭০০০৪৮, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ১৬৭,১৬৬, ১৬০,দক্ষিণে : হরমোহন ঘোষ স্ট্রিট, পূর্বে : দাগ নং ১৫৬(অংশ), ১৫০, ১৫২, পশ্চিমে: ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	০৮.০৪.২০২৪	**১৭,১৬,০১৪/-**
৭	**শ্রী ভাস্কর বিশ্বাস, শ্রীমতি সুনীতি বিশ্বাস WB0700610002568 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ৭৬৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত সিএস প্লট নং ১০১/পি এবং ১০২পি, ভবনের নাম : ইপি-৪০ এসপি-৭, প্রেমিসেস নং ৭৯/১জেড/১, ২য়তল, ফ্ল্যাট নং ২, প্লট নং ২৪, নারকেলবাগা, বড়ে রাইপুর রোড, জেএল নং ৩৪, ওয়ার্ড নং ৯৬, মৌজা : বড়েরাইপুর, থানা : যাদবপুর,পিন : ৭০০০৩২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ইপি নং ৩৯, দক্ষিণে : ইপি নং ৪০, পূর্বে : বাচ্চু ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া কে এম সি রোড।	০৮.০৪.২০২৪	**৪,৩৯,৮০২/-**
৮	**শ্রী কামাল আহমেদ, শ্রীমতি তারা বেগম WB0070610001694 WB0070610002524 (কলকাতা শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, আরএস দাগ নং ৩৬৯৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪১২, তৌজি নং ৪৬বি-১, আরএস -৪৩, জেএল নং ১৯, প্রেমিসেস নং ৭১২, ঠাকুরপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ১২৫, থানা : ঠাকুরপুকুর, পিন : ৭০০০৬৩। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিরাজুল ইসলামের জমি, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : জমি দাগ নং ৩৬৯৮ পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২০.০৩.২০২৪	**২৮,৭১,৩৬৩/-**
৯	**শ্রী মহাদেব সর্দার WB0070610002522 (কলকাতা শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ০৩ কাঠা এবং ফ্ল্যাট একতলায় পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : সুলতানপুর, দাগ নং ২৯৩, খতিয়ান নং ১২৬৯, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৯ এবং ৯০, ওয়ার্ড নং ৭, মহাজাতি রোড বাই লেন,থানা : দমদম, পিন : ৭০০০২৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পাঠক পরিবারের ভবন, দক্ষিণে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দীপায়ণ কুন্ডুর ভবন, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	৩১.০৩.২০২৪	**৪,৮৪,৩০৯/-**
১০	**শ্রী স্বপন সাহা শ্রীমতি গীতা সাহা শ্রী হেনরি সাহা WB0070610003526 (কলকাতা শাখা অফিস)**	ফ্ল্যাট নং জিএফ, একতলায়, ব্লক বি, পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৬৩/২, লক্ষ্মী নারায়ণ রোড, মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১,তৌজি নং ১৭৩, আরএস দাগ নং ২০৫০, আরএস খতিয়ান নং ৫৭১, ওয়ার্ড নং ২, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৪ ফুট চওড়া লক্ষ্মী নারায়ণ রোড, দক্ষিণে :৮ ফুট চওড়া রেডা, পূর্বে : অমিয় মন্ডল, পশ্চিমে : অমিতা গোমস এবং অন্যান্য।	০৭.০৬.২০২৪	**১৬,০৪,৫৫৫/-**
১১	**শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজরা WB0460610001904 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ জমির এরিয়া ০৭ শতক,অবস্থিত প্লট নং ২৪৯, খতিয়ান নং ৫০২৮,বর্তমান খতিয়ান নং ২৫১৩, অবস্থিত মৌজা পাত্রসায়র, জেএল নং ৪৯, থানা : পাত্রসায়র, অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনামুখী, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক,পূর্বে : এস বি মন্ডলের খালি জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	১০.০৬.২০২৪	**১৯,৬৯,৩৮০/-**
১২	**অংশুজ্যোতি চক্রবর্তী** (মৃত অপরাজিতা চক্রবর্তীর ছেলে) **মোহনলাল চক্রবর্তী** (মৃত অপরাজিতা চক্রবর্তীর স্বামী) **WB0460610002027 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ জমির এরিয়া ২০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : রঙ্গামেটিয়া, জেএল নং ৩৮, প্লট নং আরএস ২৩৩, ২৩৪, এলআর ১০১৪, ১০২২, খতিয়ান নং আরএস ৩১, এলআর ২৮৮৭, এডিএসআর আসানসোল, বর্তমান কুলটি, থানা : সালানপুর, রূপনারায়ণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বলাই দাসের ভবন, দক্ষিণে : লক্ষ্মী শাউয়ের ভবন, পূর্বে র ৬০ ফুট চওড়া রোড, পশ্চিমে : শ্রী সিং এর ভবন।	১০.০৬.২০২৪	**৫,৬১,৪৯২/-**
১৩	**শ্রী জয়দেব দাস WB0460610002042 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৩ ১/২ , অবস্থিত প্লট নং ৯৬৯, খতিয়ান নং ৫৪/১০৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৬, মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ৪৮,থানা : মেজিয়া, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস শালতোড়, জেলা : বাঁকুড়া, গ্রাম : রানিপুর, প্রাইমারি স্কুলের নিকট, থানা : মেজিয়া, পো : গঙ্গাজলঘটি, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৩৩। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট কৃষ্ণ দাস এবং রসিক দাস, দক্ষিণে : প্লট নং ৯৬৯, পূর্বে : প্লট অদিত্য দাস এবং প্লট নং ৯৬৯, পশ্চিমে : প্লট নং ৯৬৯।	১০.০৬.২০২৪	**৭,৫৬,৪৪০/-**
১৪	**শ্রী এসজেনীল লাল শ্রীমতি সুনীতা লাল WB0460610002379 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক অবস্থিত জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা : হীরাপুর, মৌজা : হীরাপুর,জেএল নং ১৮, সিএস প্লট নং ১৬৪৪, আরএস প্লট নং ২২৩৭, আরএস খতিয়ান ন ২০৮, এলআর প্লট নং ২৬৪০, এলআর প্লট নং ৮৮৫২, ওয়ার্ড নং ৪৫(পুরানো) অধীন, ৯৬ (নতুন) এএমসি তদস্থিত দোতলা ভবন, অবস্থিত হীরাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩২৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি , দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।	১০.০৬.২০২৪	**১৮,২৮,২০৭/-**

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

চাকরির নামে প্রতারণা, দফায় দফায় টাকা নেওয়ার অভিযোগ

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাকরির নামে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার রাতে বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার পার্শ্বলা গ্রামে অভিযুক্তর বাড়ি থেকে সৌমেন সিংহ মহাপাত্র নামের

ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার পুলিশ খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করলে আদালত আগামী ৩ দিন পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ঘটনায় অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন প্রতারিত যুবক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার ধবনী গ্রামের বাসিন্দা পীযূষ সিনহা মহাপাত্রর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় পার্শ্ববর্তী কল্লাচ্যা গ্রামের বাসিন্দা পার্থ সিংহ মহাপাত্রর। তাঁর সূত্র ধরেই পীযূষের সঙ্গে আলাপ হয় পার্শ্বলা গ্রামের সৌমেন সিংহ মহাপাত্রর সঙ্গে। অভিযোগ, মাস কয়েক আগে ওই দুই যুবক পীযূষকে জামশেদপুরে একটি নামী সংস্থায় স্থায়ী চাকরির প্রস্তাব দেয়। পীযূষকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ওই চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও অভিজ্ঞতার শংসাপত্রও তৈরি করে দেওয়া হবে। বিনিময়ে প্রথমে ৬০ হাজার টাকা দাবি করে ওই দুই যুবক। পীযূষের দাবি, প্রথমে ৬০ হাজার টাকায় কথা হলেও ধাপে ধাপে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা নেয় পার্থ ও সৌমেন। কখনো নগদে আবার কখনো বিভিন্ন পে অ্যাপের সাহায্যে পীযূষ ওই টাকা দেন ওই দু'জনকে। এরপর পীযূষকে জামশেদপুরে অপর একটি সংস্থায় কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার দশ দিনের মাথায় সংস্থার তরফে তাঁকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই পীযূষ জানতে পারেন তাঁকে দেওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিপ্লোমা ও অভিজ্ঞতার শংসাপত্রও জাল। এরপরই পীযূষ বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পার্থ ও তার সহযোগীর কাছে দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে পীযূষকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার দ্বারস্থ হন পীযূষ। নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এরপরই পীযূষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয় সৌমেন সিংহ মহাপাত্রকে। ধৃতকে খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করলে আদালত তাকে ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, অপর অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ভোট পর্ব মিটতেই ফের আরও একবার সামনে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলি প্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলল পঞ্চায়েতের ২৪ জন সদস্যর মধ্যে ১৩ জন সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে, অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতে। সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ ১৩ জন সদস্যের একটি দল তাদের কর্মী সমর্থক নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভে সামিল হয়। বিক্ষোভরত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্য সেনের দাবি, তাদের পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সিপিআইএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। যে ১৩ জন সদস্য সদস্যা এই বিক্ষোভের সামিল হয়েছিলেন তাদের দাবি, শুধু তাদের এলাকাগুলিতেই কোনও কাজ করছে না পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান। তাই অবিলম্বে এই পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের ইস্তফার দাবি করেন তারা।

পঞ্চায়েত সদস্য আশিস ভট্টাচার্য জানান, তাদের পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান সিপিআইএমের সমর্থন নিয়ে প্রধান পদে বসে আছেন। তাই তলে তলে সিপিআইএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, তৃণমূলের সৈনিক, কোনওভাবেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত প্রধান ও উপপ্রধানকে বরদাস্ত করা হবে না। তাই অবিলম্বে খান্দরা পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের বরখাস্তের দাবি তোলেন তারা। অন্যদিকে খান্দরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গণেশ বাদ্যকর জানান, এলাকায় কাজ হচ্ছে না এরকম কোনও অভিযোগপত্র তাকে দেওয়া হয়নি, কোনও এলাকায় কাজ হচ্ছে না আইন কানুন মেনে পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানকে দরখাস্ত করলেই সমস্যার সমাধানে হতক্ষেপ করে পঞ্চায়েত। গণেশবাবু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটা সুসংগঠিত দল সেখানে এভাবে জঙ্গি আন্দোলন বরদাস্ত করা হয় না। যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য তারা যেভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তাতে শুধু শুধু দলেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হবে অবশ্যই তিনি এই বিষয়ে তার ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানান। এদিকে তৃণমূল শাসিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে তৃণমূলের একাংশের এই ধরনের বিক্ষোভে বিদ্রুপ করছেন বিরোধীরাও। এইদিনের এই ঝামেলার জেরে পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের জন্য সেভাবে কোনও কাজ এক প্রকার হল না।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সেটা হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের কম বয়সি মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে করে নিচ্ছে। ফলে অল্প বয়সেই তারা গর্ভবতী হয়ে পড়ছে এবং সময়ে সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই অনেকেই সন্তান প্রসব করে নানার শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে দিশম আদিবাসী গাঁওতার পক্ষ থেকে সোমবার কাঁকসার দেউল পার্কে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক সুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, আগেকার দিনে শোনা যেত অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, যদিও ধীরে ধীরে শিক্ষার মান বাড়তেই সেটা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তারা প্রাপ্ত বয়সের আগেই বিয়ে করে নিচ্ছে। তাই এটাকে নিয়ে বারবার সচেতনতার প্রচার চালিয়ে বন্ধ করতে হবে। শিবিরে তারা সকল মহিলাদের ও এলাকার মানুষকে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিলে বা তারা যদি নিজেরাই বিয়ে করে নেয় এবং তারপর গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কি কি সমস্যায় তাদের পড়তে হতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে সকলকে সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারাও আশেপাশে এমন ঘটনা দেখলে তারা যেন সেটাকে বন্ধ করে।

ছেলেধরা গুজব, অপরচিত যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: অপরিচিত যুবককে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে ছেলে ধরা গুজবে বেশ কয়েকটি গণধোলাইয়ের ঘটনা সামনে এসেছে। বনগাঁ পুলিশ জেলা এলাকার বনগাঁ ও গাইঘাটাতে ছেলে ধরা সন্দেহে দুটি গণধোলাইয়ের ঘটনা সমনে আসে। এই ঘটিনার বনগাঁ এবং গাইঘাটা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে গুজবে কান না দেওয়ার প্রচার শুরু করেছে। একইসঙ্গে বার্তা দেওয়া হয়েছে এলাকায় কোনও সন্দেহভজন ব্যক্তিকে দেখলে পুলিশকে জানান, কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। তার পরেই বুধবার সকালে দেখা গেল গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মামুদপুর চারাতলা এলাকায় এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে দাঁড় করায় গ্রামবাসী। খবর দেয় গোপালনগর থানায়। পুলিশকে ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। ইতিমধ্যেই গোপালনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিয়ে সচেতনতা বার্তা দেওয়ার জন্য গোপালনগর এর বিভিন্ন প্রান্তে মাইক প্রচার করছে। বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিত সহসভাপতি জাফর আলি মণ্ডল বলেন, পুলিশের সঙ্গে আমরাও সচেতনতার প্রচার করছি। মানুষ কিছুটা সচেতন হয়ে সন্দেহভাজন যুবককে মারধর না করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা সবাইকে বলছি সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন।ছেলেধরা গুজব, অপরচিত যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর অপরিচিত যুবককে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে ছেলে ধরা গুজবে বেশ কয়েকটি গণধোলাইয়ের ঘটনা সামনে এসেছে। বনগাঁ পুলিশ জেলা এলাকার বনগাঁ ও গাইঘাটাতে ছেলে ধরা সন্দেহে দুটি গণধোলাইয়ের ঘটনা সমনে আসে। এই ঘটিনার বনগাঁ এবং গাইঘাটা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে গুজবে কান না দেওয়ার প্রচার শুরু করেছে। একইসঙ্গে বার্তা দেওয়া হয়েছে এলাকায় কোনও সন্দেহভজন ব্যক্তিকে দেখলে পুলিশকে জানান, কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। তার পরেই বুধবার সকালে দেখা গেল গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মামুদপুর চারাতলা এলাকায় এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে দাঁড় করায় গ্রামবাসী। খবর দেয় গোপালনগর থানায়। পুলিশকে ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। ইতিমধ্যেই গোপালনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিয়ে সচেতনতা বার্তা দেওয়ার জন্য গোপালনগর এর বিভিন্ন প্রান্তে মাইক প্রচার করছে। বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিত সহসভাপতি জাফর আলি মণ্ডল বলেন, পুলিশের সঙ্গে আমরাও সচেতনতার প্রচার করছি। মানুষ কিছুটা সচেতন হয়ে সন্দেহভাজন যুবককে মারধর না করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা সবাইকে বলছি সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন।

ফের বিকল হওয়ার অভিযোগ খিদিরপুর শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ফের বিকল হয়ে যাওয়ায় অভিযোগ খিদিরপুর শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির। এর ফলে এদিন দেহ দাহ করতে আসা লোকেরা সমস্যা পড়েন। সংকারের কাজে ব্যাহত হওয়ায় পরবর্তীতে পুরসভার কর্মীদের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বালুরঘাট পুরসভার কর্তৃপক্ষের তরফে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার তরফ থেকে শহরের খিদিরপুর শ্মশানে তৈরি করা হয় বৈদ্যুতিক চুল্লি। বেশ কিছু সময়ের জন্য চুল্লিটি খারাপ হয়ে থাকার পরে সপ্তাহ দু'য়েক আগে চুল্লিটি পুনরায় চালু করা হয় পুরসভার তরফে। এরপরে ফের এদিন চুল্লিটি বিকল হয়ে যায় বলেই অভিযোগ। এরফলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মৃতের পরিবারের লোকেরা।

এ বিষয়ে একজন অভিযোগকারী জানান, 'আমরা মৃতদেহ নিয়ে এসে প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করি। তখন আমাদের জানানো হয়েছিল চুল্লি গরম হতে কিছু সময় লাগবে। তখন আমরা খড়ি দিয়েই দাহ করার জন্য কিছু খড়ি চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের খড়ি সরবরাহ করা হয়নি। পরবর্তীতে আমাদের আবার খড়ি দিয়ে দাহ করার জন্য বলা হয়েছিল।'

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বালুরঘাট শহর মণ্ডল সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত বলেন, 'বালুঘাট পুরসভা সম্পূর্ণ কাটমানিতে পরিণত হয়েছে। আমরা এর জন্য লাগাতার আন্দোলনে নামছি। চুল্লি খারাপ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমরা চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরব। অতি শীঘ্রই চেয়ারম্যানের পদত্যাগ করা প্রয়োজন।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ বলেন, 'এইমাত্র খবরটি পেয়েছি। পাওয়ার জেনারেট করতে গিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। যে সংস্থা কাজটি করেছেন তারা দ্রুত সমস্যা সমাধান করে দেবেন।'

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT GRANT/NIT/01/2024-2025, Memo No. : 710/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 3 nos. Construction of CC Road work in Ward No. 1 & 2
(ii) N.I.T. No. - WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT GRANT/NIT/02/2024-2025, Memo No. : 711/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 1 no. Construction of CC Road work in Ward No. 4.
Last Date of Submission : 20.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT GRANT/NIT/03/2024-2025, Memo No. : 712/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 1 no. Construction of CC Road work in Ward No. 3.
N.I.T. No. - WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT GRANT/NIT/04/2024-2025, Memo No. : 713/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 5 nos. Repairing & Construction of CC Road work in Ward No. 3 & 4.
N.I.T. No. - WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT GRANT/NIT/05/2024-2025, Memo No. : 714/BM/2024-2025 Dated : 24.06.2024
Name of the Work : In 7 nos. Improvement & Construction of CC Road work in Ward No. 8 & 9.
Last Date of Submission : 20.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE
e–Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 01/BANNYESWAR GP/2024-25, DATE:-21.06.2024
The last date for online submission of all tender is **28.06.2024 up to 14:00hours**
For details please visit website **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 09 (niet) /KGP/2024(1 call) dated-24/06/2024** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15th CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from **24/06/2024 up to 18hrs.** to **03/07/2024 up to 18hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice. Early compliance from your end will be highly appreciable by the office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Khargram Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৪-১৪, তারিখঃ ২১.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনের বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং-এ গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার প্ল্যান্ট-এর জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,০৩,৮৩,৪০৪ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইলেক্ট-জি-এডিএ- ২০২৪-১৫, তারিখঃ ২১.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** রামসাগরে নতুন বুকিং অফিস তথা বিশ্রামকক্ষ নির্মাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৮২,৩৭৪ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫.০৭.২০২৪ দুপুর ১২টা** এবং টেন্ডার খোলা হবে **১৫.০৭.২০২৪ দুপুর ১২.৩০ মিনিটের** পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-293)**

কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর), ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
প্রগতি ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U67120WB1991PTC052964) রেজিস্টার্ড অফিস ১৪৬/২, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ছত্তিশগড় রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
প্রগতি ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অসকরণ জৈন
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০০৭৩২০৪৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NARRAH GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O. Narrah, Bankura
Notice Inviting e-Tender
The, Pradhan, Narrah GP under Bankura-II Panchayat Samity invites e-Tender for varrious development work vide **NIT No.-001/E/NGP/2024-2025 (Sl. No. 01-08) & 002/E/NGP/2024-2025 (Sl. No. 01-08), Date : 20.06.2024.** Bid Submission Start Date : **21.06.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date : **27.06.2024 up to 17.00 Hrs.** Bid Opening Date : **01.07.2024 (NIT-001) & 02.07.2024 (NIT-002) at 11.30 Hrs.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Narrah Gram Panchayat

SIMLAPAL GRAM PANCHAYAT
PO-Simlapal, DIST. - BANKURA
01/SGP/2024-25 and Memo no Sim/105 dated 18.06.2024
e-NIT No-02/SGP/2024-25 and Memo no Sim/108 dated 22.06.2024
03/SGP/2024-25 and Memo no Sim/109 dated 22.06.2024
04/SGP/2024-25 and Memo no Sim/110 dated 24.06.2024
It is here invited E-tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the 19 no of schemes under 15th CFC fund (Last date of dropping **02.07.2024 at 5 PM** and will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in**
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat.

SANBANDHA GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O. Narrah, Bankura
Notice Inviting e-Tender
The, Pradhan, Sanbandha GP under Bankura-II Panchayat Samity invites e-Tender for varrious development work vide **NIT No.-01/E/SGP/2024-2025 (Sl. No. 01-10), 02/E/SGP/2024-2025 (Sl. No. 01-06), 03/E/SGP/2024-2025 (Sl. No. 01-16) & 04/E/SGP/2024-2025 (Sl. No. 01-07), Date : 21.06.2024 (NIT-01,03 & 04) & 22.06.2024 (NIT-02).** Bid Submission Start Date : **22.06.2024 (NIT-01 & 02), 24.06.2024 (NIT-03 & 04) at 18.00 Hrs.** Bid Submission End Date : **29.06.2024 (NIT-01 & 02), 01.07.2024 (NIT-03 & 04) at 18.00 Hrs.** Bid Opening Date : **02.07.2024 (NIT-01 & 02), 04.07.2024 (NIT-03 & 04) at 10.30 Hrs.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Sanbandha Gram Panchayat

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি, রাজারহাট, শাখা কোড:-১৬৮২২ সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬১, ই-মেল: sbi.16822@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ১০.০৪.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ **মহঃ সিমুল মোল্লা, পিতা- খাদেম মোল্লা এবং মিসেস জেসমিরা পারভিন স্বামী- মহঃ সিমুল মোল্লা গ্রাম ও পোস্ট- মাছীভাঙ্গা, থানা- কাশিপুর বাগডোবামাছি উত্তর ২৪ পরগণা কলকাতা- ৭০০১৩৫ এবং এছাড়াও ত্রিনয়ন অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং- সি১, ৩য় ফ্লোর, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক, মৌজা- কলাবেড়িয়া রাজারহাট বিষ্ণুপুর, থানা- রাজারহাল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৩৫ এছাড়াও মেসার্স সিমুল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন স্বত্বাধিকারী- মহঃ সিমুল মোল্লা গ্রাম- জগদীশপুর, পোস্ট- রাজারহাট বিষ্ণুপুর, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুলের কাছে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৫** -কে সম্বোধন করে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২১,৫৭,৬০৬.০০ টাকা ০৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ জুন, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২১,৫৭,৬০৬.০০ টাকা ০৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
একটি স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার, ফ্ল্যাট নং 'সি ১' তৃতীয় ফ্লোর, দক্ষিণ পশ্চিম পাশে, এলাকার পরিমাপ ৯০০ (নয়শত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশিসুপার বিল্ট-আপ এলাকা। দুইটি বেড রুম, একটি লিভিং-কাম ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার এবং একটি বারান্দা সমন্বিত, যার অবস্থান- **"ত্রিনয়ন অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক বিল্ডিং কলাবেড়িয়া, পোস্ট রাজারহাট বিষ্ণুপুর, থানা- রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১৩৫। ফ্ল্যাটটি যে মোট জমিতে দাঁড়িয়ে আছে (বস্তু) তার পরিমাপ ১১ (এগার) ডেসিমেল বা কমবেশি ০৬ (ছয়) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক ২৭ (সাতাশ) বর্গফুটের সমতুল্য। মৌজা কালাবেড়িয়া, জেএল নং ৩০, রে. সা নং ৫২, তৌজি নং ১০ থানা- রাজারহাট, এ.ডি.এস.আর রাজারহাট (নিউ টাউন), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১৩৫, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৪৪২ এর অন্তর্ভুক্ত, এলআর খতিয়ান নং ২২৫, ১১৩৩, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ১৫৮১, ১৫৮৩, ১৭৮৯, ১৭৯০, ১৭৯১,১৭৯২ এবং ১৭৯৩ এর অধীনে, এডিএসআরও- বিধান নগর (সল্ট লেক সিটি), বর্তমানে এডিএসআর রাজারহাট (নিউটাউন), গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১-নং গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় সীমায়।
স্বত্ব দলিল বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৫২৩-২০২২, পৃষ্ঠা ৬৬৬৩২০ থেকে ৬৬৬৩৬৭ পর্যন্ত ২০২২ সালের বিয়িং নং ১৫২৩১৭২৪১ এ নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি মহঃ সিমুল মোল্লা পিতা- খাদেম মোল্লার নামে আছে।
সম্পত্তি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-
উত্তরে - ৯১ বাস রুট (পিডব্লিউডি রোড); **দক্ষিণে**- আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৪৬ এর জমি; **পূর্বে** - আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৪৩ এর জমি; **পশ্চিমে**- আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৪১ এর জমি দ্বারা।
বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
তারিখ: ২১.০৬.২০২৪
স্থান: রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/49/24-25 Dated 21.06.2024	Construction of Surface Drain Beside Maitri Sangha Club at Ward No- 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,06,427.00
WBMAD/ULB/RSM/50/24-25 Dated 21.06.2024	Construction of Soling Road at Opposite side of Mantu Tea Shop near Joy Das House in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,07,611.00

Bid Submission end date: **03.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
DASPUR::GHATAL:: PASCHIM MEDINIPUR
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-1/24-25,Memo No-346,Date-24.06.2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-2/24-25,Memo No-347,Date-24.06.2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-3/24-25,Memo No-348,Date-24.06.2024
Tender Through inviting by the undersingned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Daspur-II Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **25.06.2024.** Bid Submission End Date : **01.07.2024.** Bid Opening Date : **04.07.2024.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Daspur-II Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-EOI
1) Name of the Work: Augmentation of Srinagarpally Over Head Reservoir (1.8 Lakh Gallon) within Ward No.- 21, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-03/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698684_1 • Estimated Amount : Rs. 24,45,016/-
2) Name of the Work: Installation of Submersible Pump through Rig Boring System and Construction Water Reservoir with Laying of 75mm dia. HDPE Pipe-Line at Waria Station Bastee within Ward- 36, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-01/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698721_1 • Estimated Amount : Rs. 14,97,404/-
3) Name of the Work: Renovation of Birbhanpur Crematorium Toilets and Laying of Chequred Tiles at Birbhanpur Crematorium, within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-031/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698854_1 • Estimated Amount : Rs. 11,26,898/-
4) Name of the Work: Construction of Concrete Road in Ram-Mohan Sarani in Sabuj Nagar, Ward- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-035/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698983_1 • Estimated Amount : Rs. 13,88,060/-
5) Name of the Work: Sinking of 1 No. Borewell (250.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPF Pipe-Line (Supplying, Fitting and Fixing) at DVC Para, Parulia Village within Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-11/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699096_1 • Estimated Amount : Rs. 12,91,353/-
6) Name of the Work: Sinking of 1 No. Borewell (250.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPE Pipe-Line (Supplying, Fitting and Fixing) at Old Garage Maidan Basti, Akbar Road within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-12/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699114_1 • Estimated Amount : Rs. 12,95,646/-
7) Name of the Work: Sinking of 1 No. Borewell (250.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPF Pipe-Line (Supplying, Fitting and Fixing) at Ramkrishna Basti (Upper Area) within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-13/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699133_1 • Estimated Amount : Rs. 12,50,735/-
Last Date : 10th July 2024, up to 5:00 pm
8) Name of the Work: Laying of 110mm (OD) Dia. HDPE Pipe (PE-100 & PN-6) at Faridpur Saha Para, within Ward No.- 33, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-15/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699153_1 • Estimated Amount : Rs. 5,79,065/-
9) Name of the Work: Construction of 1 No. Masonry Well at Vambay Colony, 1 No. Ring Well at Bauri Para and Repairing of 4 No. Well at Kalimandir, Adhivasi Para, Dangapara within Ward No.- 25, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-16/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699172_1 • Estimated Amount : Rs. 7,41,608/-
10) Name of the Work: Construction of Cement Concrete at Bhagat Singh Colony, within Ward No.- 31, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-032/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698876_1 • Estimated Amount : Rs. 9,29,202/-
11) Name of the Work: Alignment Strengthening of Ductile Iron Rising Main Pipe by lateral Joist Support and RC Thrust Block at Indo American More (Ward No.- 27), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-02/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698699_1 • Estimated Amount : Rs. 6,86,982/-
12) Name of the Work: Repairing of B.T. Road from end of the Street to Durga Mandir and Durga Mandir to Amar Paul's House at Piyala, Ward No.- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-033/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698941_1 • Estimated Amount : Rs. 8,49,178/-
13) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Dutta Cloth Store to Chatterjee House and Culvert to Main Road at Dakhinpally within Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-034/24-25
Tender ID : 2024_MAD_698967_1 • Estimated Amount : Rs. 5,82,188/-
14) Name of the Work: Construction of Concrete Road near Dinesh Gupta House to Sanadebi Bhavan at Bidhan Pally 2 within Ward No.- 13, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-036/24-25
Tender ID : 2024_MAD_699020_1 • Estimated Amount : Rs. 9,48,916/-
Last Date : 03rd July 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই দলকে হারিয়েই সেমিফাইনালে উঠলেন রোহিত শর্মারা। যে ভাবে সোমবার ট্রেভিস হেড ব্যাট করতে শুরু করেছিলেন, তাতে সাত মাস আগের স্মৃতি ফিরে এসেছিল ভারতীয় সমর্থকদের মনে। যশপ্রীত বুমরারা শেষ পর্যন্ত হতাশ করেননি। দলকে সেমিফাইনালে তুলেই ছাড়লেন তাঁরা। ভারত জিতল ২৪ রানে।

সেন্ট লুসিয়ায় এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে অধিনায়কই টস জিতেছেন, তিনি বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবারও সেটাই দেখা গেল। টস জিতলেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ। বল করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু মার্শ ভাবেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণকে নিয়ে এই ভাবে ছেলেখেলা করবেন রোহিত শর্মা।

ভারত অধিনায়ককে হিটম্যান বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি আরও এক বার বোঝালেন তাঁর সেই নামকরণের সার্থকতা। কখনও পুল, কখনও লং অনের উপর দিয়ে আবার কখনও কভারে রোহিত খেললেন অনায়াসে। মিচেল স্টার্কের এক ওভারে শুধু বাউন্ডারি মেরে ২৮ রান নেন ভারত অধিনায়ক। ওই ওভারে ওঠে ২৯ রান। প্রথম ওভারেই রোহিতের আউটের আবেদন করেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ব্যাটে লেগে বল মাটিতে ছুঁয়ে ফিল্ডারের হাতে যায়। ফলে রোহিতের উইকেট পাওয়া হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। শেষ পর্যন্ত সেই উইকেট নেন স্টার্ক। কিন্তু তত ক্ষণে ৪১ বলে ৯২ রান করে ফেলেছেন রোহিত। মাত্র ৮ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয় তাঁর।

সোমবার রোহিত ১৯ বলে অর্ধশতরান করেন। মোট আটটি ছক্কা এবং সাতটি চার মারেন। জস হেজলউড ছাড়া কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বাকি বোলারেরা যখন প্রতি ওভারে ১০ রানের উপর রান দিচ্ছেন, তখন হেজলউড ৪ ওভারে দিলেন মাত্র ১৪ রান। কোনও ভারতীয় ব্যাটার তাঁকে ছক্কা মারতে পারেননি। তাতে যদিও ভারতের ২০৫ রান তুলতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

একটা সময় মনে হচ্ছিল ভারত হয়তো ২২০ রান তুলে ফেলবে। কিন্তু রোহিত এবং সূর্যকুমার যাদব আউট হতেই রানের গতি কমে যায়। স্টার্কের বল রোহিতের ব্যাটে লেগে পায়ে লেগে উইকেট ভাঙে। আর সূর্যকুমার আউট হলেন অফ স্টাম্পের এক হাত বাইরের বলে অযথা ব্যাট ছুঁইয়ে। তিনি নিজের উইকেটটা উপহার দিয়ে এলেন স্টার্ককে। ১৬ বলে ৩১ রান করা সূর্য ফিরতেই ভারতের ২২০ রানের আশা শেষ হয়ে যায়।

হার্দিক পাণ্ড্য এবং শিবম দুবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ক্রিজে থিতু হতে হতেই বেশ কিছু বল নষ্ট করেন। ফলে শেষ দিকে বড় শট খেললেও ২০৫ রানেই আটকে যায় ভারতের ইনিংস।

অস্ট্রেলিয়াকে সরাসরি সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ভারতের দেওয়া লক্ষ্য পার করতে হত ১৫.৩ ওভারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের দেখে কখনও মনেই হল না সেই হিসাবে তাঁরা মাথায় রেখেছিলেন বলে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি জিততে চেয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত খেলার চেষ্টা করলেন ট্রেভিস হেডরা।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সফলতম আরশদীপ সিংহ। ৪ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন তিনি। তবে প্রশংসা করতে হবে কুলদীপ যাদবের। তিনি বল করতে আসার আগে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা অনায়াসে শট খেলছিলেন। দ্রুত রান করছিলেন। সেটাই আটকে দেন কুলদীপ। বলের লাইন এবং লেংথ বার বার বদলে ব্যাটারদের বোকা বানাচ্ছিলেন তিনি। তাতেই রানের গতি কমে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে দেন কুলদীপ। বড় শট খেলতে গিয়ে এর পর উইকেট দেন একাধিক অসি ব্যাটার।

ভারতের চিন্তা রয়ে গেল বিরাট কোহলিকে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান পেলেন না তিনি। শূন্য রানে আউট হয়ে যান বিরাট। কোনও ম্যাচেই সে ভাবে রান করতে পারেননি তিনি। সেমিফাইনালে বিরাটের ব্যাট থেকে রান চাইবে দল। বিরাট বড় ম্যাচে রান করতে জানেন। দল চাইবে সেমিফাইনালে রানে ফিরুক তিনি।

সমস্যা রয়েছে রবীন্দ্র জাডেজার বোলিং নিয়েও। তিনি এই ম্যাচে এক ওভারে ১৭ রান দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বল হাতে সে ভাবে নজর কাড়তে পারেননি জাডেজা। রোহিত তাঁকে এক ওভারের বেশি দেননি। সোমবার হাতে বেশি রান থাকায় সমস্যা হয়নি। সেমিফাইনালের আগে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে চাইবেন রোহিতেরা।

সেমিফাইনালে অপরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের বড় জয়েই নিশ্চিত হয়েছিল;অ্যান্টিগার এই ম্যাচ রূপ নিচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই নকআউট ম্যাচে একদিকে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আরেক দিকে এ টুর্নামেন্টের অপরাজিত দল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দুই দলের সামনে প্রায় বিস্মৃত সেমিফাইনালের হাতছানি। অ্যান্টিগার ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল রোমাঞ্চকর, শেষ পর্যন্ত হয়েছেও সেটি। তাতে ডিএলএস পদ্ধতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিফাইনালে চলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ১৩৫ রান। সেটি যে খুব বড় নয়, তা বোঝা যাচ্ছিল আগে থেকেই। তবে আন্দ্রে রাসেলের পর রোস্টন চেজের বোলিং ম্যাচে রেখেছিল স্বাগতিকদের। শেষ পর্যন্ত ১৪ বলে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংসে ২০১৪ সালের পর প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেমিফাইনালে তোলেন ইয়ানসেন। ২০১৬ সালের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেকটি সেমিফাইনালের অপেক্ষা তাই আরেকটু বাড়ল।

ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে এ ম্যাচে এসেছিল স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা এ টুর্নামেন্টে ছিল অপরাজিত, তবে প্রোটিয়াদের প্রায় সব কটি জয়ই ছিল বেশ কম ব্যবধানে। বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও একসময় দারুণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামের ম্যাচটিও রূপ নেয় স্নায়ুর লড়াইয়ে। আরেকবার পরাজয়ের শঙ্কা সরিয়ে সে লড়াই জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা, এমনকি এ ম্যাচে বৃষ্টি এলেও অসুবিধা হয়নি কোনো তাদের।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর আগের ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলা শাই হোপকে প্রথম ওভারে ফেরান মার্কো ইয়ানসেন, দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করতে এসে নিকোলাস পুরানের উইকেট নেন এইডেন মার্করাম। ৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধাক্কা খায় শুরুতেই। এরপর অ্যান্টিগায় যেসব ঘটনা দেখা যায়, তাতে হয়তো ফিরে আসছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অস্বস্তিকর সব অভিজ্ঞতা।

রোস্টন চেজ ও কাইল মায়ার্সের জুটির সময়ে পড়ে সহজ তিনটি ক্যাচ। চতুর্থ সুযোগটিকে অবশ্য সরাসরি ক্যাচ মিস বলা যাবে না, তবে সেটি নিতে গিয়ে সংঘর্ষ হয়ে যায় দুই পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও কাগিসো রাবাদার। রাবাদা তখন পর্যন্ত বোলিংয়েই আসেননি, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর তেমন কিছু হয়নি। তবে উঠে যেতে হয় ইয়ানসেনকে।

এ চারটি সুযোগের দুটিই আসে অধিনায়ক মার্করামের বলে, এমনিতে পার্টটাইমার হলেও টানা চারটি ওভার করেন এই অফ স্পিনার। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বোলিং ওপেন করার পর টানা ৪ ওভার করলেন তিনি।

সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্যারিবিয়ানদের বেশ নাজুক অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন মায়ার্স ও চেজ, তবে দুজনই আউট হন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গিয়ে। ব্র্যান্ডন কিংয়ের চোটে বিশ্বকাপ দলে আসা মায়ার্সের এটিই ছিল প্রথম ম্যাচ, তবে অনেকটা সময় ক্রিজে থাকলেও সুবিধা করতে পারেননি। তাব্রেইজ শামসির দ্বিতীয় ওভারে ডিপ কাভার পয়েন্টে ক্যাচ তোলেন ৩৪ বলে ৩৫ রান করে।

দুই ফুলটাইম স্পিনারের পরের ৪ ওভারে পড়ে ৩ উইকেট;কেশব মহারাজের ফ্লাইটে পরাস্ত হয়ে স্টাম্পিং ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল, শামসির বলে স্লিপে মার্করামের হাতে শেরফান রাদারফোর্ড ধরা পড়ার পর লং অনে ক্যাচ দেন চেজ। ৪২ বলে ৫২ রান করে থামেন চেজ।

আনরিখ নর্কিয়া ও কাগিসো রাবাদার পেস একেবারে শেষের জন্য জমা রেখেছিলেন মার্করাম। তবে নর্কিয়ার গতির জবাব টানা দুই ছক্কায় দিয়েছিলেন রাসেল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ তখন শেষের লাফের আশায়। কিন্তু ১৮তম ওভারে ইনিংসে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসা রাবাদার বলে নর্কিয়ার সরাসরি থ্রোতে রানআউট হয়ে থামতে হয় রাসেলকে। ইনিংসে তখনো বাকি ছিল ১৭ বল, রাসেলের জন্য যেটি হতে পারত আদর্শ মঞ্চ। রাবাদার ওই ওভারে আকিল হোসেনও থামেন, আসে মাত্র ১ রান। শেষ ২ ওভারে ১৭ রান তুললেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থামে ১৫০ রানের বেশ আগেই।

রান তাড়ায় আকিলের করা প্রথম ওভারে ৩ চারে শুরু করেন ফর্মে থাকা ডি কক। তবে রাসেলের করা জোড়া উইকেটের দ্বিতীয় ওভারে যেন প্রাণ ফেরে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে। ফর্ম খুঁজে ফেরা রিজা হেনড্রিকসের পর রাসেলের শিকার ডি ককও। এরপরই নামে বৃষ্টি।

প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকার পর ১৭ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৩ রান, পাওয়ারপ্লেও কমে আসে ১ ওভার। ষষ্ঠ ও অষ্টম ওভারে মার্করাম ও হাইনরিখ ক্লাসেনকে ফিরিয়ে আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আশা জোগান আলজারি জোসেফ। যদিও মাঝে সপ্তম ওভারে গুড়াকেশ মোতির ওপর চড়াও হয়েছিলেন ক্লাসেন, ২০ রানের ওই ওভারটিই দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে দেয় অনেকটা।

ডেভিড মিলার চেষ্টা করছিলেন উইকেট ধরে রাখতে, ১২তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে আসা চেজকে ব্যাকফুটে গিয়ে জায়গা বানিয়ে খেলতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। ১৪ বলে ৪ রানে বোল্ড তিনি, দক্ষিণ আফ্রিকার তখন দরকার ৩২ বলে ৩০ রান। মাঝে রাসেলের ওভার পেরিয়ে আবার আসেন চেজ, তাঁকে তুলে মারতে গিয়ে লং অনে ধরা পড়েন ট্রিস্টান স্টাবস। চেজের ওপর চড়াও হওয়ার মাশুল দিতে হয় কেশব মহারাজকেও। তবে চেজের ওই ওভারে পুরানের মিসফিল্ডে ডাবলস আর শেষে রাবাদার মারা চারে চাপ অনেকটাই কমে আসে দক্ষিণ আফ্রিকার। শেষ ওভারে ওবেদ ম্যাকয়ের প্রথম বলে ছক্কা মেরে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন ইয়ানসেন।

ইউরোতে জাতিবিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে নিষিদ্ধ আলবেনিয়ার ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বুধবার ইউরোর ক্রোয়েশিয়া,আলবেনিয়া ম্যাচটি শেষ হয়েছিল বেশ নাটকীয়ভাবেই। ২,১ গোলে পিছিয়ে থাকা আলবেনিয়া যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটের গোলে ম্যাচে সমতা আনে। স্বাভাবিকভাবেই গ্যালারিতে থাকা আলবেনীয় সমর্থকেরা ছিলেন উচ্ছ্বসিত। আর সেই উচ্ছ্বাসের মধ্যেই জাতিবিদ্বেষী স্লোগান ধরেছিলেন অনেকে। যার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আলবেনিয়ান ফুটবলার মিরলান্ড ডাকু এখন নিষিদ্ধ।

২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে উয়েফা। এ ছাড়া প্রায় ৫০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা হয়েছে আলবেনিয়ান ফুটবল ফেডারেশনেরও।

নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে উয়েফা লিখেছে, 'আচরণের সাধারণ নীতিমালা পরিপালনে ব্যর্থতা, শোভন আচরণের মৌলিক নিয়মের লঙ্ঘন, খেলাধুলার আয়োজনকে অ,খেলাধুলাবিষয়ক কাজে ব্যবহার এবং ফুটবল খেলায় দুর্নাম আনয়নে'র দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ডাকু।'

হামবুর্গে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ড্রয়ের পর আলবেনিয়ার সমর্থকেরা সার্বিয়া ও নর্থ মেসিডোনিয়াকে উদ্দেশ্য করে বিদ্বেষমূলক স্লোগান ধরেছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে হওয়া কসোভো যুদ্ধকে ঘিরে আলবেনীয় ও সার্বদের সম্পর্ক অনেকটাই বিদ্বেষপূর্ণ। সেটিরই ছাপ দেখা গেছে আলবেনিয়ানদের মুখে। এ সময় কেউ কেউ 'সার্বদের হত্যা করো' স্লোগানও দেয়।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে বদলি নামা ডাকু সমর্থকদের উল্লাসের মধ্যে হাতে মেগাফোন নিয়ে তাদের সঙ্গে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সার্বিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএএস)। সভাপতি জোবান সারবাতোভিচ তাঁর দেশের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের শাস্তি চেয়ে ফুটবল দলকে ইউরো থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকিও দেন।

গত বছর কসোভো থেকে আলবেনিয়ার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া ডাকু পরে এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, 'অন্য সব ফুটবলারের মতো আমারও মাঠের ওই ধরনের সময়ে আবেগ থাকে অন্য রকমের। যেটা শুধু মাঠেই অনুভব করা যায়। জাতীয় দলের হয়ে খেলার অনুভূতি বর্ণনা করা কঠিন, বিশেষ করে সমর্থকদের জন্য, যারা আমাদের সীমাহীন ভালোবাসে।'

উয়েফা ডাকুকে ২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আলবেনিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে সাড়ে ৪৭ হাজার ইউরো জরিমানা করেছে। এর মধ্যে 'খেলাধুলার সঙ্গে বেমানান প্ররোচণামূলক বার্তা প্রচারের' জন্য ২৫ হাজার ইউরো, সমর্থকদের 'মাঠে অনধিকার প্রবেশে'র জন্য ২০ হাজার ইউরো এবং আতশবাজি পোড়ানোর দায়ে ২ হাজার ৫০০ ইউরো জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া একই ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে তাদের সমর্থকদের মাঠে আতশবাজি পোড়ানো ও আলোকরশ্মি দিয়ে সমস্যা ঘটানোর জন্য ২৮ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়।

ইউরোয় 'সি' গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ স্পেনের মুখোমুখি হবে আলবেনিয়া। একই সময়ে ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ ইতালি। স্পেন ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে এবং ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইতালি দুইয়ে আছে। ১ পয়েন্ট নিয়ে আলবেনিয়া আছে তৃতীয় স্থানে, সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে ক্রোয়েশিয়া।

'সাদা বলে এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল আফগানিস্তান'

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আফগানিস্তানের জয়টিকে অঘটন বলতে চাননি ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর। রহমানউল্লাহ গুরবাজ,মোহাম্মদ নবী, রশিদ খানরা এমন পারফরম্যান্স নিয়মিতই দেখান বলে মনে করেন তিনি। এবার আফগানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আরেক সাবেক ক্রিকেটার, ইংল্যান্ডের মাইকেল ভন।

আফগানিস্তানের খেলোয়াড়দের স্কিল আর রশিদ খানের নেতৃত্বে মুগ্ধ ভন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দলটির জয়কে বিস্ময় বলতে নারাজ। রশিদ,নবীদের এমন পারফরম্যান্স এখন আর বিস্ময় নয় উল্লেখ করে তিনি একপ্রকার ঘোষণাই দিয়েছেন যে সাদা বলে এশিয়ার অন্যতম সেরা দল এখন আফগানিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সুপার এইটে আফগানিস্তানের জয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দুটি আলাদা পোস্ট করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ভন। একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, 'আমরা যেটা দেখলাম, আফগানিস্তানের এমন পারফরম্যান্স এখন আর বিস্ময় নয়।'

এই টুইটে ভন যোগ করেন, '(দলটির) দুর্দান্ত স্কিলফুল একদল খেলোয়াড় আছে এবং (দলটিকে) রশিদ খান দারুণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

সেন্ট ভিনসেন্টে গতকাল সুপার এইটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ২১ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে আফগানিস্তান। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আফগানরা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান তোলে। রান তাড়া করতে নেমে আফগান বোলারদের দাপটে ১৯.২ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। আফগানদের এই পারফরম্যান্স নিয়ে ভনকে এক এক্স ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন; আফগানিস্তান এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে ভন লিখেছেন, 'হ্যাঁ, সাদা বলে তো সেটাই।'

মেসির ৩৭তম জন্মদিন সেলিব্রেশন করছেন গাঙ্গুলী বাগানে আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা।

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে গ্রুপসেরা জার্মানি, শেষ ষোলোয় সঙ্গী সুইজারল্যান্ডও

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা দুই ম্যাচ জিতে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল জার্মানি। এরপরও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষ আজকের ম্যাচটি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। বিশেষ করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে যেতে এই ম্যাচটি ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। এমন ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হার এড়িয়ে গ্রুপসেরা হয়েই পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৯২ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় নিকলাস ফুলক্রুগের গোলে ১,১ গোলে ড্র করেছে জার্মানরা।

আগের দুই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা জার্মানিকে আজ বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল সুইসরা। জমাট রক্ষণে জার্মান আক্রমণভাগকে চাপেই রেখেছিল তারা। একপর্যায়ে জার্মানদের হার নিশ্চিতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড তারকা ফুলক্রুগই ত্রাতা হয়ে বাঁচিয়েছেন জার্মানিকে। এ ড্রয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে সুইজারল্যান্ড। অন্য ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে স্কটল্যান্ডকে ১,০ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরি। এ জয়ে হাঙ্গেরির তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে পর্বের যাওয়ার সুযোগ এখনো আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই কর্নার থেকে গোলের সুযোগ পায় জার্মানি। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শুরু থেকে জার্মানি বলের দখল রেখে খেললেও, সুইজারল্যান্ড ছিল বেশ সতর্ক। জার্মানিকে আটকে রেখে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টাও করে তারা। এর মধ্যেও ১২ মিনিটে সুইস রক্ষণকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু অল্পের জন্য গোলের দেখা পাননি কাই হাভার্টজ।

মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রেখে একের পর এক আক্রমণে যাওয়ার সুফল জার্মানি পায় ম্যাচের ১৭ মিনিটে। বক্সের বেশ বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন রবার্ট আনড্রিচ। তবে একই আক্রমণের শুরুতে বক্সের ভেতর জামাল মুসিয়ালা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করায় ভিএআর যাচাইয়ের পর বাতিল করা হয় গোলটি।

গোল না পেলেও সুইস রক্ষণকে বেশ চাপে রাখে জার্মানরা। যে কারণে জার্মানি আক্রমণে যাওয়ার সময় সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব খেলোয়াড়কে নিচে নেমে এসে রক্ষণ সামলাতে হচ্ছিল। শেষ ষোলোয় যাওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ডের ড্র যথেষ্ট ছিল। সে কারণেই হয়তো বেশ সতর্ক হয়ে খেলছিল তারা। ধীরে ধীরে অবশ্য আক্রমণেও যায় তারা। ২৮ মিনিটে দাপুটে খেলতে থাকা জার্মানিকে স্তব্ধ করে এগিয়েও যায় সুইজারল্যান্ড। দারুণ এক প্রতি, আক্রমণ থেকে রেমো ফ্রুয়েলারের সহায়তায় অসাধারণ এক স্লাইডিং শটে গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন ডান এনডয়ে।

একটু পর এনডয়ের শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে না গেলে দুই গোলে পিছিয়ে যেতে পারত জার্মানরা। এগিয়ে গিয়ে সুইজারল্যান্ড আরও বেশি সতর্ক ফুটবল খেলতে শুরু করে। এ সময় রক্ষণে জোর দিলেও আক্রমণের সুযোগগুলোও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে তারা। জার্মানি অবশ্য দলীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়েও ম্যাচে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যদিও এদিন সেরা ছন্দে দেখা যায়নি জার্মানিকে।

এরপর ৪১ মিনিটে সুযোগ হাতছাড়া করেন আন্তোনিও রুডিগার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে আক্রমণে যায় জার্মানি। সুইস রক্ষণে এ সময় বেশ প্রেসও করেছে তারা। কিন্তু পিছিয়ে থেকেই শেষ পর্যন্ত বিরতিতে যেতে হয় ইউলিয়ান নাগলসম্যানের দল।

বিরতির পর জার্মানি চেষ্টা করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। বিপরীতে সুইজারল্যান্ডও আক্রমণে গিয়ে তৈরি করছিল হুমকি। ৫০ মিনিটে ফ্লোরিয়ার উইর্টজের দারুণ এক পাস থেকে নেওয়া জামাল মুসিয়ালার শট ঠেকিয়ে দেন সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি বলে ব্যর্থ হন ইলকাই গুন্দোয়ানও। গোলের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে ম্যাচে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি। ৫৫ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে ক্রুসের শট চলে যায় পোস্টের বাইরে। এ সময় একের পর আক্রমণে সুইস রক্ষণের পরীক্ষা নিতে থাকে জার্মানি। তবে সুইসদের জমাট রক্ষণ ভেঙে কাঙ্ক্ষিত গোলটি পাওয়া হচ্ছিল না স্বাগতিকদের। জার্মানিকে বলতে গেলে কোনো সুযোগই দিচ্ছিল না সুইস ডিফেন্ডাররা। স্বাগতিকদের আক্রমণগুলো যেন পথই খুঁজ পাচ্ছিল না।

৭০ মিনিটে জশুয়া কিমিখের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ব্লক করে সুইজারল্যান্ডকে বাঁচিয়ে দেন ম্যানুয়াল আকাঞ্জি। ৮২ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে ক্রুসের শট অল্পের জন্য জালে জড়ায়নি। ৮৪ মিনিটে জার্মান শিবিরকে স্তব্ধ করে ব্যবধান ২,০ করে সুইজারল্যান্ড। তবে অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সেই গোল। এরপর ম্যাচ যখন শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় তখনই দারুণ এক গোলে জার্মানির হয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান ফুলক্রুগ। এই গোলই জার্মানিকে গ্রুপসেরা হিসেবে নিয়ে গেল শেষ ষোলোয় ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**